বোখারী শরীফ

(বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা)

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ)

প্রাক্তন প্রিন্সিপাল জামেয়া কোরআনিয়ার

ফয়েজ ও বরকতে

মাওলানা আজিজুল হক সাহেব

মোহাদ্দেছ জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা

কর্তৃক অনুদিত।

হামিদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার - ঢাকা - ১১

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

অষ্টাদশ অধ্যায়

ছাহাবীগণের ফজিলত ১
আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) ১২
খলিফা পদে আবুবকর ১৬
রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক মনোনয়ন ,,
জরুরী অবস্থা ১৮
আবুবকরের নির্ব্বাচন ১৯
আবুবকরের প্রতি গণসমর্থন ২১
ছাহাবীগণের যুগে ভোটারের যোগ্যতা ২৭
আবুবকরের খেলাফতকাল ২৮
ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) ,,
ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) ৩২
খলীফা আলী (রাঃ) ৩৯
জা'ফর (রাঃ) ৪১
আব্বাস (রাঃ) ৪২
ফাতেমা (রাঃ) ,,
হাসান-হোসাইন (রাঃ) ৪৩
বেলাল (রাঃ) ৪৪
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ৪৫
আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ,,
খাদিজা (রাঃ) ৪৬
আয়েশা (রাঃ) ৪৭
বিবি আয়েশার প্রতি অপবাদ ৪৮
যোবায়ের (রাঃ) ৫৮
সায়াদ ইবনে আবীওয়াক্কাস (রাঃ) ৬০
আনছারদের ফজিলত ৬৩
সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ) ৬৪
ওসায়েদ ইবনে হোজায়ের (রাঃ) ,,
উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ) ৬৫
আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) ,,
আনাছ ইবনে নজর (রাঃ) ৬৬
যায়েদ ইবনে আমর (রাঃ) ৬৭
সালমান ফারেসী (রাঃ) ৭০

উনবিংশ অধ্যায়

পবিত্র কোরআনের তফছীর

আয়াত মনছুখ হওয়ার আলোচনা— ৭৫
মকামে ইব্রাহীমে নামায ৭৭

বিষয় পৃষ্ঠা
পূর্ব্ববর্ত্তী কেতাব সম্পর্কে ধারণা ৭৮
এই উম্মত কর্তৃক কেয়ামতে সাক্ষ্যদান ৮০
একটি বিশেষ দোয়া ৮১
স্ত্রী সহবাস সম্পর্কে আয়াত ৮২
স্বামী-মৃত্যুর ইদ্দত সম্পর্কে আয়াত ৮৩
নামাজের মধ্যে কথা বলা ৮৪
দান-খয়রাত বিনষ্ট হওয়ার আলোচনা ৮৫
গোনাহের কল্পনা সম্পর্কে আলোচনা ৮৯
কোরআনের বিচ্ছিন্ন অক্ষর সম্পর্কে ৯১
মিথ্যা কসমের পরিণতির আয়াত ৯২
সর্বোত্তম উম্মত ৯৩
বিপদের সময় জপনা ৯৪
এতিম মেয়ে বিবাহ সম্পর্কে আয়াত ৯৬
মিরাছ বন্টনের আলোচনা ৯৭
নাফরমানদের বিরুদ্ধে নবীগণের সাক্ষ্য ৯৯
কোন মোসলমানকে হত্যা করিলে ,,
বিপদকালে ইসলাম প্রকাশ করিলে ১০০
মোজাহেদের ফজীলতের আয়াত ১০১
ইসলাম লুকাইয়া কাফেরদের মধ্যে বসবাসকারী সম্পর্কে ১০২
মোনাফেকের শাস্তি বেশী ১০৫
মদ, জুয়া হারামের আয়াত ১০৬
আঙ্গুরের রস ছাড়াও মদ হয় ১০৭
প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রশ্ন করিবে না ১০৮
গায়রুল্লার নামে জানোয়ার ছাড়ার আয়াত ১১০
গায়েবের এলম্ সম্পর্কে আয়াত ১১১
পাঁচটি বিষয়ের এলম্ ১১২
জাতীয় অনৈক্য আল্লার একটি আজাব ১১৫
সূর্য্যের গতি সম্পর্কে আলোচনা ১১৭
ফাহেসা কাজ আল্লার নিকট ঘৃণিত ১২০
ক্ষমা করার আদেশ ১২১
নামাযের মধ্যে নবীর ডাক শুনিলে ,,
মোসলমান বিদ্রোহীদের যুদ্ধ ১২৩
কাফের শত্রু সেনা অধিক হইলে ১২৫
ধন সম্পদ জমা করা সম্পর্কে আয়াত ১২৬
কেয়ামতের দিন মোমেনদের সঙ্গে আল্লার গোপন আলাপ ,,

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বৈরাচারীর প্রতি আল্লার আজাব	১২৭
নামাজে কেরাত মধ্যম আওয়াজে পড়া	১২৮
কেয়ামতে আমলহীন ধনীদের অবস্থা	,,
পরকালে মৃত্যুকে জবেহ করা হইবে	১২৯
টলমল ভাবে ইসলাম গ্রহণ করা	১৩০
মহিলাদের ওড়না ব্যবহার	১৩০
কেয়ামতের দিন কাফেররা মুখের উপর ভর করিয়া চলিবে	,,
পালক পুত্র সম্পর্কে	১৩১
পালক পুত্রের পরিত্যাক্ত স্ত্রীকে বিবাহ	১৩২
খুনী লোকের তওবা সম্পর্কে	১৩৫
কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সর্ব্বশক্তিমত্যা প্রকাশ	১৩৭
কেয়ামতের শিঙ্গা ফুঁক	১৩৯
কেয়ামতের দিন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য	১৪০
মক্কায় দুর্ভিক্ষের আজাব	১৪৩
মেঘ দেখিলে নবীজীর অবস্থা	১৪৫
রসুলুল্লার সম্মুখে উচ্চ আওয়াজে কথা বলার পরিণাম	১৪৬
বেহেশত-দোযখের বিতর্ক ও দোযখের গভীরতা	১৪৮
তছবীহ পড়া	১৪৯
মে'রাজে কি হযরত (দঃ) আল্লাহকে দেখিয়াছেন ?	,,
বেহেশতের বাগান সমূহ	১৫১
হাদীছের বরখেলাফ করা বস্তুতঃ কোরআনের বরখেলাফ করা	১৫২
নিজে না খাইয়া অপরের সাহায্য	১৫৪
মোনাফেকগণ কর্ত্তৃক মোসলমানদের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টির কাহিনী	,,
কেয়ামতের দিন সেজদা দ্বারা পরীক্ষা	১৫৮
কোরআনের সুদক্ষগণের মর্য্যাদা	১৫৯
ছুরা ওজ্জুহার বিবরণ	১৬০
কোরআন শরীফ অবতরণ ও সংরক্ষণ বৃত্তান্ত	১৬১
ছাহাবীগণের মধ্যে বিশিষ্ট কারী	১৭৩
বিভিন্ন আয়াতের ফজীলত	,,
কোরআন তেলাওয়াতের ফজীলত	১৭৭
কোরআনের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি	১৭৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
কোরআন স্মরণ রাখিতে হইবে	১৭৮
শিশুদেরে কোরআন শিক্ষা দেওয়া	১৮০
কোরআন শরীফ ভুলিয়া যাওয়া	,,
খোশ লেহানে কোরআন পড়া	,,
কত দিনে কোরআন খতমে অভ্যস্ত হইবে	১৮১
হীন উদ্দেশ্যে কোরআন তেলাওয়াত	১৮২
একাগ্রচিত্তে কোরআন তেলাওয়াত	১৮৩

বিংশতিতম অধ্যায়

বিবাহ করা উত্তম	১৮৪
বিবাহ না করা বা খাসী হওয়া নিষিদ্ধ	১৮৫
অধিক স্ত্রী গ্রহণ	১৮৬
বিবাহে উভয় পক্ষের সমতা	১৮৭
নারীদের পক্ষে ভাল গুণ	১৮৮
অনিষ্ট আনয়নকারিণী নারী	,,
একত্রে চার বিবাহের অধিক নিষিদ্ধ	১৮৯
দুধ-মাতা ও তাহার আত্মীয়	১৯০
দুই বৎসর বয়স পরে দুগ্ধ পান	১৯১
নিষিদ্ধ বিবাহ	১৯২
মোতা নেকাহ নিষিদ্ধ	১৯৩
নেককারের সহিত বিবাহের প্রস্তাব স্বয়ং নারী পেশ করিতে পারে	,,
নেককারের সহিত নিজ কন্যা বা ভগ্নির বিবাহ প্রস্তাব পেশ করা	১৯৪
ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ প্রস্তাব নিষিদ্ধ	১৯৫
নাবালিকা মেয়ের বিবাহ	১৯৬
বিবাহে নারীর সম্মতি গ্রহণ	১৯৭
এক জনের প্রস্তাবের উপর অপর জনের বিবাহ প্রস্তাব নিষিদ্ধ	১৯৮
নগদ টাকা ছাড়াও মহর হইতে পারে	,,
বিবাহে দুফ বাজান	,,
বিবাহের শর্ত্তাবলী পূর্ণ করা	,,
সজ্জার বস্তু মহিলাদের জন্য	২০০
কনেকে বর সমীপে সমর্পন	,,
নব বিবাহিতকে উপঢৌকন দেওয়া	২০১
স্ত্রী সহবাস কালের দোয়া	,,
ওলিমা করা	২০২
ওলিমার দাওয়াত গ্রহণ করা	,,
একাধিক বিবাহে ওলিমায় কম বেশী করা	২০৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
দাওাতে যাইয়া শরীয়ত বিরোধী কাজ দেখিলে ফিরিয়া আসিবে	২০৪
নারীদের সহিত ধৈর্য্য অবলম্বন করা	২০৫
স্ত্রীর সহিত খোশ গল্প করা	২০৬
অসন্তুষ্ট হইয়া স্ত্রী হইতে পৃথক থাকা	২০৯
স্বামীর উপস্থিতিতে নফল রোজা	২১০
লা'নতের পাত্রী স্ত্রী	,,
নারীদের প্রতি সতর্কবাণী	২১১
স্ত্রীকে মারপিট করা	২১২
স্ত্রী স্বামীর আদেশেও শরীয়ত বিরোধী কাজ করিবে না	২১৪
স্বামীর পক্ষে নিজের হক্ ছাড়িয়া দেওয়া	,,
"আজ্‌ল" করা	২১৫
বার্থ কণ্ট্রোলের সমালোচনা	**২২০**
স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা	২২৬
এক স্ত্রী তাহার হক্ অপর স্ত্রীকে দিলে	২২৭
কুমারী অকুমারী স্ত্রীর মধ্যে সমতা	,,
দিনে সকল স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ	২২৮
সতীনের নিকট মিথ্যা ফখর করা	,,
স্ত্রীর প্রতি সৌহৃদ্যে অভিমান ত্যাগ করা	,,
স্বামীর সঙ্গে অভিমান	২২৯
গায়ের-মহরমের সঙ্গে মেলা-মেশা	২৩১
নারীবৎ পুরুষ হইতে পর্দ্দা করা	,,
স্বামীর নিকট গোনা নারীর প্রশংসা	২৩৩
বিদেশ হইতে হঠাৎ রাত্রি বেলা স্ত্রীর নিকট পৌঁছিবে না	২৩৪
তালাকের বয়ান	
তালাকের সঠিক নিয়ম	২৩৪
হায়েজ অবস্থায় তালাক	২৩৫
অবাধ্য স্ত্রীকে তালাক দেওয়া	২৩৫
তিন তালাকের বয়ান	**২৩৬**
শুধু মনে মনে স্থির করায় তালাকহয়না	২৪৭
খোলা তালাক	২৪৮
জাগতিক বিষয়ে রসুলের আদেশ সম্পর্কে এক বিশেষ আলোচনা	**২৫০**
অমোসলেম মহিলা বিবাহ করা	২৫৫
ঈলার বয়ান	২৫৭
নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী সম্পর্কে	২৫৮
জেহারের বয়ান	২৬১
লেয়া'নের বয়ান	**২৬২**
লেয়ানের মধ্যে কসম প্রয়োজন	২৬৪
লেয়ানের পর বিবাহ বিচ্ছেদ করিবে	২৬৫
লেয়ানকারীনীর সন্তান হইলে ?	,,
গর্ভবতীর জন্য স্বামী-মৃত্যুর ইদ্দৎ	২৬৮
ইদ্দৎ পালন স্বামীর গৃহে	২৬৯
ইদ্দৎ পালনে বিশেষ কারণে স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিতে পারে	২৬৯
এক বা দুই তালাক ক্ষেত্রে স্ত্রীকে রাখা	,,
স্বামী মৃত্যুর শোক চার মাস দশ দিন	২৭০
স্বামী-মৃত্যুর শোকে হায়েজের গোসল	২৭১
পরিবারবর্গের ব্যয় বহন বড় কর্ত্তব্য	২৭৩
এক বৎসরের খোরাকী জমা রাখা	২৭৪
স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বামীর মাল দান করা	২৭৬
স্বামীর সংসারে খাটুনী খাটা	২৭৭
অনাথ নিরাশ্রয়দের ব্যয় রাষ্ট্রের উপর	,,
পানাহার সম্পর্কে	**২৭৯**
একজনের খানা দুই জনের জন্য যথেষ্ট	২৮০
মোমেন উদর পুরিয়া খায় না	,,
খাইতে বসিবার নিয়ম	,,
গোশত ছুরি দ্বারা কাটিয়া খাওয়া	২৮১
খাদ্য সম্পর্কে খারাব উক্তি করিবে না	,,
স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্রে পানাহার	,,
মধু ও মিঠা বস্তু	,,
বন্ধু-বান্ধবের জন্য বিশেষ খানা	২৮২
কোন খাদ্য বস্তু ফেলাইতে নাই	,,
আজওয়া খেজুরের গুণ	২৮৩
একত্রে খাইতে সকলে সমান খাইবে	,,
আঙ্গুল চাটিয়া খাওয়া	২৮৪
খাওয়ার পর দোয়া	,,
খাদ্য প্রস্তুত কারীকে কিছু অংশ দিবে	২৮৫
খাওয়ার পর আল্লার শোকর করা	২৮৬
আকিকার বয়ান	**২৮৬**
আকিকা করা অবশ্যক	২৮৭
জবেহ করার বয়ান	,,
শিকারী কুকুরের শিকার	২৮৯
শিকারের জন্য কুকুর পোষা	২৯০
কি কি বস্তুর দ্বারা জবেহ করা যায়	২৯১
বিসমিল্লাহ বলিয়া জবেহ করা	২৯৩
মহিলার জবেহ করা	,,
"জবব" সাণ্ডা খাওয়া	,,
কোন জীবের প্রতি চানমারী করা	২৯৪
ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়া	২৯৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
গাধার গোশ্‌ত খাওয়া	২৯৬
মৃত জন্তুর চামড়া	,,
খরগোশ খাওয়া	২৯৭
কোরবানীর বয়ান	২৯৭
ঈদের নামাযের পূর্ব্বে কোরবানী হয়না	২৯৭
এক বৎসরের কমে ছাগল কোরবানী হইবে না	,,
দুম্বার কোরবানী	৩৯৮
কোরবানী নিজ হাতে জবেহ্ করা	,,
ঈদের নামায খোৎবার পূর্ব্বে হইবে	৩০০
মদ্য মানের পরিণাম	৩০০
আঙ্গুর ব্যতীত অন্য সুরাও হারাম	৩০১
ভিন্ন নামে মদ পান করার পরিণতি	৩০৩
দাঁড়াইয়া পানি পান করা	,,
খোরমা ভিজানো পানি পান করা	৩০৪
পানিতে দুধ মিশ্রিত করিয়া পান করা	৩০৫
পানি পান করার নিয়ম	,,
রৌপ্য পাত্রে পানি পান করা	,,
খাদ্য ও পানির পাত্র ঢাকিয়া রাখা	৩০৬
বরকতের পানি বেশী পান করা	,,
রোগে দ্বারা গোনাহ মাফ হয়	৩০৭
রোগী দেখিতে যাওয়া	৩১০
বেহুশ রোগী দেখিতে যাওয়া	৩১১
মৃগি রোগীর মর্ত্তবা	,,
অন্ধ ব্যক্তির মরতবা	,,
রোগীর সাক্ষাতে কি বলিবে	৩১২
মৃত্যু কামনা করা	,,
রোগীর জন্য দোয়া	৩১৪
পুরুষকে নারীর সেবা শুশ্রূষা করা	৩১৫
তিনটি জিনিষ বহু রোগের মহৌষধ	,,
কাল জিরার উপকারিতা	৩১৬
উদহিন্দির উপকারিতা	৩১৭
ব্যাঙের ছাতীর গুণ	৩১৮
কুষ্ঠ রোগী সম্পর্কে	৩১৯
প্লেগ ইত্যাদি মহামারী সম্পর্কে	৩২৪
কোন রোগ ছোঁয়াচে নহে	৩৩০
মহামারী এলাকায় ধৈর্য্য ধারণ	৩৩১
ঝার-ফুঁক সম্পর্কে	৩৩১
মন্ত্র-তন্ত্রের ধার ধারিবে না	৩৩৩
কোন কিছুকে অলক্ষী গণ্য করা	৩৩৫
গণক ঠাকুর সম্পর্কে	৩৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত (দঃ)কে যাদু করার বয়ান	৩৩৭
হযরত (দঃ)কে বিষ প্রয়োগের ঘটনা	৩৩৯
পোষাক পরিচ্ছেদের বয়ান	৩৪৩
আত্মহত্যার পরিণতি	৩৪২
পায়ের গিঁঠের নীচে কাপড় পরিধান	৩৪৩
হযরতের ব্যবহারিক কাপড়	৩৪৮
তশর বা রেশমী কাপড়	,,
নূতন কাপড় পড়াইয়া দোয়া	৩৫১
পুরুষের জন্য জাফরানী রং	,,
জুতা পায়ে দেওয়া সম্পর্কে	৩৫২
আংটি সম্পর্কে	,,
শিশুদের গলায় মালা দেওয়া	৩৫৪
নারীবেশী পুরুষ ও পুরুষবেশী নারী	,,
গোঁফ, নখ ইত্যাদি কাটা	,,
দাড়ি লম্বা রাখা	৩৫৮
খেজাব ব্যবহার করা	৩৫৮
সৌন্দর্য্য লাভের অবাঞ্ছিত ব্যবস্থা	,,
ফটো বা ছবি সম্পর্কে	৩৬৪
ছবি তৈরীকারীর প্রতি লানৎ	৩৬৫
ছবি ছিরিয়া বা ভাঙ্গিয়া ফেলা	,,
ছবির ঘরে প্রবেশ না করা	৩৬৬
ছবির ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না	,,
২১তম অধ্যায়	
মানবীয় সভ্যতা বা ইসলামী আদর্শ	৩৬৯
মাতার সহিত সর্ব্বাধিক সদ্ব্যবহার করা	৩৭১
মাতা-পিতাকে মন্দ না বলা	,,
মাতা-পিতার অবাধ্যতা কবিরা গুনাহ	৩৭২
আত্মীয়দের সহিত সুসম্পর্ক রাখা	,,
দানে আত্মীয়তার হক আদায় হয় না	৩৭৪
সন্তানকে আদর স্নেহ করা	,,
খাদ্যাভাবের আশঙ্কায় সন্তান নিধন	৩৭৫
এতিমের প্রতিপালন	৩৭৬
অনাথ বিধবার সাহায্য করা	,,
দয়া প্রদর্শন করা	,,
প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার করা	৩৭৭
প্রতিবেশীর অশান্তি সৃষ্টি না করা	৩৭৮
প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া	,,
ভাল কথা ও ভাল ব্যবহারের ছওয়াব	৩৭৯
মিষ্টিভাষী হওয়া	,,
নম্রতা অবলম্বন করা	৩৮০

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরস্পর সাহায্যকারী হওয়া	,,
ভাল কাজে সুপারিশ করা	৩৮১
গালি-গালাজ হইতে বিরত থাকা	,,
ব্যঙ-বিদ্রূপ না করা	৩৮২
চোগলখোরী না করা	৩৮৩
দুমুখা না হওয়া	৩৮৪
সন্দেহ পোষণ ও হিংসা করিবে না	,,
গোনাহ করিলে লোকদেরে না বলা	৩৮৬
অহঙ্কারী হইবে না	,,
বিচ্ছেদ ভাব অবলম্বন না করা	৩৮৭
সত্যবাদী হওয়া	৩৮৮
আদর্শবান হওয়া	,,
অন্যের দুর্ব্যাবহারে ধৈর্য্য ধরা	,,
মোসলমানকে কাফের না বলা	৩৮৯
ক্রোধ সংবরণ করা	,,
লজ্জা-শরম অলম্বন করা	,,
সহজ পন্থা অবলম্বন করা	৩৯০
লোকদের সঙ্গে মেলা-মেশা করা	৩৯২
মেহমানকে খাতির করা	৩৯৪
কাব্য সম্পর্কে আলোচনা	,,
জেকের, এলম, কোরআন তেলাওত ছাড়িয়া কবিতায় মগ্ন হইবে না	৩৯৬
আল্লার মহব্বতে অন্যকে মহব্বত করা	,,
অশুভ বাক্য ব্যবহার করিবে না	৩৯৭
সময়কে গালি দিবে না	৩৯৮
ভাল অর্থের নাম রাখিবে	৩৯৯
নবীগণের নামে নাম রাখা	,,
খারাব নাম	,,
বৃথা ঢিল ছোড়িবে না	৪০০
হাঁছিদাতা আলহামদু বলিবে	,,
হাই দেওয়া ভাল নয়	,,
হাঁচি দানে দোয়ার আদান প্রদান	৪০১
কাহারও গৃহে প্রবেশ করিতে অনুমতি লওয়া	,,
নারীদের পর্দা ব্যবস্থা	৪০২
সালামের নিয়ম	৪০২
কাহারও ঘরের ভিতর দেখা	৪১৬
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জেনা	,,
পুরুষদের প্রতি নারীদের দেখা	৪১৭
অনুমতি চাহিবার জন্য তিন বারের অধিক অপেক্ষা করিবে না	৪১৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
বালকদেরে সালাম করা	৪১৯
অমোসলেম মিশ্রিত দলকে ছালাম	,,
অমোসলেম ছালাম করিলে	৪২১
মোছাফাহা করা	৪২২
উভয় হস্তে ধরা	,,
পরিচয় দানে "আমি" বলিবে না	৪২৩
তিন জনের দুই জন গোপন আলাপ করিবে না	,,
তিন জনের অধিক হইলে দুই জনে গোপনে আলাপ করিতে পারে	৪২৪
রাত্রে শুইবার সময় আগুন রাখিবে না	,,
খতনা করানো	,,
২২তম অধ্যায়	
দোয়ার বয়ান	৪২৫
সায়্যেদুল এস্তেগফার	৪২৬
অধিক এস্তেগফার করা	৪২৭
তওবার বয়ান	,,
শুইবার সময় দোয়া	৪২৮
রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ কালে দোয়া	৪৩০
আল্লাহ প্রদত্ত নূরের বিস্তারিত বিবরণ	,,
শয়নকালের তছবীহ্	৪৩৪
গভীর রাত্রে দোয়া করা	,,
নামাযের পরে জেকর	৪৩৫
দোয়ার মধ্যে এক মিলের শব্দ গ্রথন	৪৩৬
দোয়ার মধ্যে পোক্তাভাবে চাহিবে	,,
দোয়ার ফল পাইতে তাড়াহুড়া করা	৪৩৭
বালা মছিবতের সময় দোয়া	,,
কাহাকেও শাস্তি দিলে তাহার দোয়া	৪৩৮
ফেৎনা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা	,,
শত্রুর প্রাবল্য হইতে আশ্রয় প্রার্থনা	৪৩৯
কবরের আজাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা	৪৪০
সর্ব্বাবস্থায় ভ্রষ্টতা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা	,,
গোনাহ্ জরিমানা ও দজ্জাল হইতে আশ্রয় প্রার্থনা	,,
জাগতিক ভাল লাভের দোয়া	৪৪১
একটি বিশেষ এস্তেগফার	৪৪২
বিভিন্ন জিকরের ফজীলত	,,
আল্লাহ তায়ালার নিরানব্বই নাম	৪৪৪

আরম্ভ

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে আরম্ভ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ
وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগার—সৃষ্টিকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা বিধানদাতা। দরূদ এবং সালাম সর্ব্বশেষ পয়গাম্বরের প্রতি যিনি সমস্ত রসুলগণের সর্দ্দার। তাঁহার পরিবার-পরিজন এবং সমস্ত ছাহাবীগণের প্রতিও রহমতের দোয়া ও সালাম

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

আয় আল্লাহ! আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করিয়া নেও। তুমি সব কিছু শুন এবং জান। আমীন! আমীন!! আমীন!!!

بسم الله الرحمن الرحيم

রহমানুর রহীম আল্লার নামে—

অষ্টাদশ অধ্যায়

ছাহাবীগণের ফজিলত (৫১৫ পৃঃ)

যাঁহারা ঈমানের হালতে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন বা তাঁহাকে এক নজর দেখিয়াছিলেন (এবং ঈমানের উপরই মৃত্যু হইয়াছিল) তাঁহাদিগকে ছাহাবী বলা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ইসলামে ছাহাবীগণের গুরুত্ব সমধিক। ছাহাবীগণের এই গুরুত্ব কেন এবং কিরূপ ? তাহার একটি নজীর লক্ষ্য করুন। ইসলামের মূল কলেমা-তৌহীদের দুইটি বিষয়—(১) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু—আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই, (২) মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ—মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার রসুল। ঈমান-মোফাচ্ছাল-কলেমায় আছে—اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ “আমি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি—আল্লার প্রতি, আল্লার ফেরেশতাগণের প্রতি, আল্লার কেতাবসমূহের প্রতি এবং আল্লার রসুলগণের প্রতি···।

লক্ষ্য করুন ! আল্লাহ এবং রসুলের মধ্যস্থলে আল্লার কেতাব এবং তাহার পূর্ব্বে আল্লার ফেরেশতাগণের বিশ্বাস ও ঈমানের উল্লেখ করা হইয়াছে। ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এত গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে যে, উহাকে ঈমানের মৌলিক বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই গুরুত্বের একটি বিশেষ কারণ এই যে, ওহী ছাড়া নবী হইতে পারে না। আর ওহী এবং আল্লার কেতাব প্রেরণ একমাত্র ফেরেশতার মাধ্যমেই হয়। তাই যেখানে রসুল এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিতে হইবে সেখানে ফেরেশতাগণের প্রতিও ঈমান আনিতে হইবে। ফেরেশতার প্রতি ঈমান ছাড়া কেতাব ও রসুলের প্রতি ঈমানের অর্থই হইতে পারে না।

এই দৃষ্টান্তেই বুঝুন! আল্লার কালাম কোরআন মজিদ এবং আল্লার রসুল মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিচয় এবং তাঁহার জীবনাদর্শ বিশ্ব-মানব একমাত্র ছাহাবীগণের মাধ্যমেই লাভ করিতে পারিয়াছে। এবং আল্লাহ তায়ালার দরবার হইতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আনিত আদর্শ ও দ্বীনের ভিত্তিতে তিনি স্বয়ং নিজ পবিত্র হাতে ছাহাবীগণকে গড়াইয়া তাঁহাদের জমাত গঠন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আমল এবং বয়ান ও প্রচারের মাধ্যমেই দ্বীন-ইসলাম বিশ্বের কোণে কোণে পৌঁছিয়াছে।

আল্লাহ এবং রসুল হইতে দ্বীন লাভের মাধ্যম এই ছাহাবীগণের উপর হইতে বিশ্বাস উঠিয়া যাওয়ার অর্থই হইবে কোরআন-হাদীছ হইতে বিশ্বাস উঠিয়া যাওয়া।

ইসলাম ও মোসলমানদের শত্রু ইহুদী-খৃষ্টান এবং ছদ্মবেশী মোসলমান নামধারী মোনাফেকের দল উক্ত উপলব্ধি ভালভাবেই রাখে। তাই তাহারা ছাহাবীগণের প্রতি মোসলমানদের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং নির্ভরকে শিথিল করার নানা পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে।

দ্বীন-ঈমান ও ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী ইমাম ও হক্কানী আলেমগণ শত্রুদের ঐ কৌশল ব্যর্থ করার জন্য পূর্বের পূর্ব যুগ হইতেই ছাহাবীগণ সম্পর্কে ইসলামের (Dimand) দাবী নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ছাহাবীগণ সম্পর্কে মোসলমানদের আকীদা, মতবাদ ও কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিয়া গিয়াছেন; যাহাতে শত্রুরা তাহাদের অপচেষ্টায় কৃতকার্য্য হওয়ার ছিদ্রপথ পাইতে না পারে।

(১) ইসলামী আকীদা বা মতবাদের প্রসিদ্ধ شرح عقيدة الطحاوية কেতাবের ৩৯৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বাপর ইমামগণের সর্ব্বসম্মত আকীদা বর্ণনা করিয়াছেন।

لَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ حُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ

"আমরা ছাহাবীগণের কাহারও গুণচর্চ্চা ব্যতীত দোষচর্চ্চা মোটেও করিতে পারিব না। ছাহাবীগণের প্রতি ভক্তি-মহব্বত রাখাই ধর্ম্ম, ঈমান ও আল্লাহনূরুক্তির পরিচয়।"

(২) ইমাম আবু হানিফা (রঃ) তাঁহার প্রসিদ্ধ আকীদার কেতাব شرح فقه اكبر গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

لَا نَذْكُرُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِخَيْرٍ

"রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতিজন ছাহাবীরই শুধুমাত্র গুণ-চর্চ্চাই আমরা করিব; কোন ছাহাবীরই দোষ-চর্চ্চা আমরা করিতে পারিব না।"

(৩) ইসলামী আকীদা ও মতবাদ বর্ণনার প্রসিদ্ধ কেতাব "আল-মোছামারা" ৩১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।

وَاعْتِقَادُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ تَزْكِيَةُ جَمِيْعِ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ وُجُوْبًا بِاِثْبَاتِ الْعَدَالَةِ لِكُلٍّ مِّنْهُمْ وَالْكَفِّ عَنِ الطَّعْنِ فِيْهِمْ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ

"নবীজীর সুন্নতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং খাঁটী মোসলেম জমাতভুক্ত সকলের সর্ব্বসম্মত মতবাদ ও আকীদা এই যে, সমস্ত ছাহাবী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমগণকে দোষমুক্ত গণ্য করা ওয়াজেব—অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহাদের প্রত্যেককে ভাল ও খাঁটী বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে, তাঁহাদের কাহাকেও দোষী মনে করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে এবং তাঁহাদের গুণ-চর্চ্চা করিতে হইবে।"

ইসলামে ছাহাবীগণের গুরুত্ব এবং তাঁহাদের দোষ-চর্চ্চা হইতে বিরত থাকার অবশ্য কর্ত্তব্যকে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) ইসলামের ভিত্তিরূপে প্রকাশ করিতে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। হাদীছ—

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ يُوْشِكُ اَنْ يَّاْخُذَهٗ

"সাবধান! সাবধান!! আল্লাহকে ভয় করিও আমার ছাহাবীদের সম্পর্কে। খবরদার! খবরদার!! আমার পরে আমার ছাহাবীদেরকে তোমরা সমালোচনার বস্তুতে পরিণত করিও না। অধিকন্তু যে কেহ আমার ছাহাবীদিগকে ভালবাসিবে বস্তুতঃ সেই ভালবাসা আমার প্রতিই ভালবাসা হইবে। আর যে কেহ তাঁহাদের প্রতি খারাব ধারণা পোষণ করিবে বস্তুতঃ সেই খারাব ধারণা আমার প্রতি পোষণ করা গণ্য হইবে। যে কেহ তাঁহাদিগকে ব্যথা দিবে সেই ব্যথা আমাকেই দেওয়া হইবে, আর যে আমাকে ব্যথা দিবে সে যেন আল্লাহকে ব্যথা দিল। এবং যে আল্লাহকে ব্যথা দিবে অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তাহাকে পাকড়াও করিবেন।

(তিরমিজি শরীফ)

হাদীছ— قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إِنَّ اللّٰهَ اخْتَارَنِي وَاخْتَارَ أَصْحَابِي فَجَعَلَهُمْ أَصْحَابِي وَأَصْهَارِي وَجَعَلَهُمْ أَنْصَارِي وَإِنَّهُ سَيَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَنْتَقِصُونَهُمْ أَلَا فَلَا تُنَاكِحُوهُمْ أَلَا فَلَا تُنْكِحُوا إِلَيْهِمْ أَلَا فَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَلَا تَدْعُوا لَهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ

"রসুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে বাছনী করিয়াছেন (নবীগণের শ্রেষ্ঠ রূপে), আমার ছাহাবীগণকেও বাছনী করিয়াছেন (নবীর পরে সমগ্র মানব-শ্রেষ্ঠরূপে)। তাহাদিগকে আমার এত ঘনিষ্ঠ বানাইয়াছেন যে, আমার শশুর-জামাতা সব তাহাদের মধ্য হইতে বানাইয়াছেন এবং তাহাদিগকে আমার সাহায্যকারী বানাইয়াছেন।

হে আমার ভবিষ্যৎ উম্মতগণ! তোমরা সতর্ক থাকিও—আমার পরবর্ত্তী যুগে এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি হইবে যাহারা আমার ছাহাবীদের প্রতি সম্মান-হানীকর কথা বলিবে। হুশিয়ার! হুশিয়ার!! এই শ্রেণীর লোকদের মেয়ে তোমরা বিবাহ করিবে না এবং তাহাদের নিকট তোমাদের মেয়ে বিবাহ দিবে না। খবরদার! তাহাদের সঙ্গে তোমরা নামাযও পড়িবে না। এই শ্রেণীর লোকদের জন্য তোমরা দোয়াও করিবে না; নিশ্চয় জানিও, এই শ্রেণীর লোকদের উপর আল্লার অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে। (মোছনাদে ইমাম শাফেয়ী)

ছাহাবীগণের এই সব মান-মর্য্যাদা খামাকা অকারণে নিশ্চয় নহে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্য্যে তাঁহাদের মধ্যে এমন গুণেরই সৃষ্টি হইয়াছিল যাহার অনিবার্য্য ফল ছিল এইরূপ মান-মর্য্যাদা।

আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সৃষ্টির সেরা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে অসংখ্য অলৌকিক গুণাবলী দান করিয়া বিশেষ করুণারূপে জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হযরতের একটি বিশেষ গুণ ছিল তাঁহার পরশ-দৃষ্টি। যেই সৃজনকর্ত্তার কুদরতে পরশপাথরে এই শক্তি ও তাছির রহিয়াছে যে, উহার মামুলী ঘর্ষণে লোহা স্বর্ণ হইয়া যায়; সেই সৃজনকর্ত্তার কুদরতেই হযরতের পরশ-দৃষ্টির ক্রিয়া ও তাছিরে অল্প সময়ে মাটির মানুষ সোনার মানুষে পরিণত হইয়া যাইত। হযরতের এই গুণটিরই আভাস দেওয়া হইয়াছে সুন্দর একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রথম খণ্ডের ৫ নং হাদীছে।

ক্রিয়া ও আছর গ্রহণে ক্ষেত্র ও পাত্রের যোগ্যতা তথা অক্ষুন্ন ঈমানের সহিত যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরশ-দৃষ্টি এবং তাঁহার সাহচর্য্য লাভে সৌভাগ্যশালী হইয়াছেন তাঁহাকেই ছাহাবী বলে। হযরতের পরশ-দৃষ্টির ক্রিয়ায় এইরূপ প্রতিটি মাটির মানুষই সোনার মানুষে পরিণত হইয়াছিলেন।

হযরতের পরশ-দৃষ্টিতে ছাহাবীগণের মধ্যে যে গুণাগুণের সঞ্চার হইয়াছিল পরবর্ত্তী লোকদের পক্ষে উহার অনুভূতি দুরূহ হইলেও আল্লাহ এবং রসুলের যে সব সাক্ষ্য তাঁহাদের পক্ষে বিদ্যমান রহিয়াছে উহার দ্বারা তাঁহাদের সেই গুণাগুণের আভাস লাভ হইতে পারে। যথা, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا.....

"মোহাম্মদ আল্লার রসুল; তাঁহার ছাহাবীগণ আল্লাহদ্রোহীদের প্রতি অতি কঠোর, পরস্পর অতি কোমল। তাঁহাদিগকে দেখিবে, (১) আল্লার প্রতি অতিশয় নত ও রত—রুকু-সেজদায় অবনত, (২) আল্লার সন্তুষ্টি ও করুণার অন্বেষণে সদা মগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত, (৩) আল্লাহনূরুক্তির আভা তাঁহাদের চোখে-মুখে উদ্ভাসিত। তাঁহাদের এই বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর উল্লেখ (পূর্ব্ববর্ত্তী আসমানী কেতাব) তৌরাত এবং ইঞ্জিলেও বিদ্যমান রহিয়াছে।" (২৬ পাঃ ১১ রুঃ)

কোন কাজই হীনস্বার্থ বশে না করা, একমাত্র আল্লার সন্তুষ্টি লাভ-উদ্দেশ্যে করা—ইহাকেই এখ্‌লাছ বা একনিষ্ঠতা বলে। এই "এখ্‌লাছ" একটি অতি মহৎ গুণ; ইহার অনুক্রম ও শ্রেণী বা পর্য্যায় এত উর্দ্ধ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে যে, নিম্ন পর্য্যায়ওয়ালারা সেই উর্দ্ধ ও উচ্চ পর্য্যায়ের উপলব্ধিও করিতে সক্ষম হয় না; আর যাহাদের মধ্যে এই গুণ নাই তাহাদের ত প্রশ্নই উঠে না। এই "এখ্‌লাছ" গুণের তারতম্যে মানুষ অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের গৌরব লাভে ধন্য হয়।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরশ-দৃষ্টি ও সাহচর্য্যে ছাহাবীগণের মধ্যে ঐ "এখ্‌লাছ" গুণ এত উর্দ্ধ পর্য্যায়ের বিদ্যমান ছিল যে, আমরা তাহা ব্যক্ত করিব দূরের কথা তাহা উপলব্ধি করিতেও সক্ষম হইব না। ছাহাবীগণের মধ্যে এখ্‌লাছ গুণের অসাধারণ পর্য্যায় হাসিল থাকার কারণেই তাঁহাদের বহু অসাধারণ বৈশিষ্ট্যও হাসিল ছিল। যথা—

হাদীছ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (হে আমার ভবিষ্যৎ উম্মত! তোমরা) আমার কোন ছাহাবীকে মন্দ বলিও না; তোমাদের কাহারও ওহোদ পর্ব্বৎ পরিমাণ স্বর্ণ দান-খয়রাত করা তাঁহাদের কোন একজনের মাত্র এক মুদ্দ (প্রায় চৌদ্দ ছটাক) বা উহার অর্দ্ধ পরিমাণ কোন বস্তু দানের সমানও হইতে পারিবে না। (বোখারী শরীফ, মোছলেম শরীফ)

ইহা অপেক্ষা আরও অসাধারণ অতি অসাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য ছাহাবীগণের জন্য সুস্পষ্টরূপে হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে—

হাদীছ—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নিজ কানে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি—রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার পরে আমার ছাহাবীগণের (ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য) বিরোধ সম্পর্কে আবেদন করিলাম। তদুত্তরে আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট ওহী পাঠাইয়া বলিলেন, হে মোহাম্মদ! আপনার ছাহাবীগণ আমার নিকট আকাশের নক্ষত্ররাজী তুল্য—কম-বেশ প্রত্যেকের মধ্যেই আলো রহিয়াছে। অবশ্য কাহারও আলো কাহারও অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী; (কিন্তু অন্ধকার কাহারও মধ্যে নাই,) প্রত্যেকের মধ্যেই আলো আছে। অতএব কোন ক্ষেত্রে তাহাদের বিরোধ হইলে যে কেহ তাহাদের যে কোন একজনের মত ও পথ অবলম্বন করিবে সে আমার নিকট সৎ পথের পথিকই সাব্যস্ত হইবে।

হাদীছখানা মেশকাত শরীফ ৫৫৪ পৃষ্ঠায় আছে, এতদ্ভিন্ন আরও ৯ খানা বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত আছে— (১) মোছনাদে আহ্মদ-ইবনে-হোমায়দ (২) দারমী (৩) ইবনে মাজাহ (৪) আল-আব্দারী (৫) ইবনে-আছাকের (৬) হাকেম (৭) দার-কোৎনী (৮) ইবনে-আবদুল বর্র (৯) মাদখাল-বায়হাকী।

হাদীছখানার মর্ম্ম সকল প্রকার মতবিরোধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সাধারণ মছআলাহ-মাছায়েলের মধ্যে ত প্রযোজ্য আছেই; চার মজহাবের চার ইমামগণের সাধারণ মছলা-মাছায়েলে যে বিভিন্নতা রহিয়াছে উহার অধিকাংশই ছাহাবীগণের মতভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই পূর্ব্বাপর সমস্ত ইমাম ও আলেমগণের সর্ব্বসম্মত সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত যে, চার মজহাবের প্রত্যেকটিই আল্লাহ তায়ালার নিকট হেদায়েত—সৎ ও সত্য সাব্যস্ত।

আলোচ্য হাদীছখানার মর্ম্ম ছাহাবীগণের ঐ সব বিরোধেও প্রযোজ্য যে সব বিরোধকে আমরা বৈষয়িক বা রাজনৈতিক গণ্য করিয়া থাকি। ছাহাবীগণের পরস্পর এই শ্রেণীর বিরোধে যে সব মোনাফেক গোষ্ঠী ইসলামের শক্তিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বা যাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিরোধমান কোন ছাহাবীর দলে গা-ঢাকা দিয়া ছিল—ঐ শ্রেণীর লোক ব্যতীত যত মোমেন-

মোছলমান কোন ছাহাবীর পক্ষকে অবলম্বন করিয়া ছিল তাহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট মোটেই কোন রকম অপরাধী গণ্য হইবে না, কোন প্রকারে অভিযুক্ত হইবে না। খাঁটী আন্তরিকভাবে কোন পক্ষের দাবী ও মতামতকে মোসলমানদের জন্য অধিক কল্যাণজনক ভাবিয়া সেই পক্ষের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বিরোধ, বিবাদ, লড়াই-যুদ্ধে যত মোসলমান ছাহাবীগণের যে কোন পক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিল – কোন পক্ষের কেহই আল্লাহ তায়ালার নিকট অপরাধী সাব্যস্ত হইবে না, কোন প্রকারে অভিযুক্ত হইবে না।

আলী (রাঃ) খলীফা বরহক্ব সাব্যস্ত, বিরোধ ক্ষেত্রে তাঁহার দাবী ও মতামতই হক্ব ও নির্ভুলের অধিক নিকটবর্ত্তী ছিল। এতদ সত্ত্বেও আবদুল্লাহ-ইবনে-ছাবার মোনাফেক ষড়যন্ত্রকারীদের যে সব লোক গা-ঢাকা দিয়া ষড়যন্ত্র করার বা আত্মরক্ষার জন্য আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ সমর্থনকারীরূপে তাঁহার দলে ভিড়িয়া ছিল তাহারা জাহান্নামী হইবে। পক্ষান্তরে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরোধীতা যে সব ছাহাবীরা করিয়াছেন; যেমন—তাল্‌হা (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ), আয়েশা (রাঃ) এবং মোয়াবিয়া (রাঃ)—এই সব ছাহাবী এবং যে সব খাঁটী মোমেন-মোসলমান তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহাদের দাবী ও মতামতকে মোসলমানদের জন্য অধিক কল্যাণজনক মনে করিয়া—তাঁহাদের কেহই আল্লাহ তায়ালার নিকট অপরাধী গণ্য হইবেন না, অভিযুক্ত হইবেন না। এই মহা সত্য আলোচ্য হাদীছেরই আওতাভুক্ত এবং ইহা বাস্তব ও প্রকৃত তথ্য; ঐতিহাসিক সত্যরূপে ইহা প্রমাণিত।

জামাল-যুদ্ধে তাল্‌হা (রাঃ) আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন এবং সেই যুদ্ধে তিনি নিহত হইয়াছিলেন। আলী (রাঃ) খলীফা বরহক্ব হওয়া অবধারিত; তাঁহার পক্ষ প্রকৃত হক্ব এবং নির্ভুলের অধিক নিকটবর্ত্তী ছিল। তাল্‌হা (রাঃ) তাঁহার সহিত বিরোধ ও মতভেদ করিয়াছিলেন, এমনকি সেই বিরোধের যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া তিনি নিহত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে আল্লার রাস্তায় তথা দ্বীন-ইসলামের জন্য জেহাদে শহীদ হওয়ার পূর্ণ মর্ত্তবা ও মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন। যাহার প্রমাণে চাঞ্চল্যকর ঐতিহাসিক ঘটনা ইনশা-আল্লাহ তায়ালা সপ্তম খণ্ডের পরিশিষ্টে বর্ণিত হইবে।

ছাহাবীগণের এই বৈশিষ্ট্য আল্লার দান বটে, কিন্তু ইহা তাঁহাদের অন্য একটি বৈশিষ্ট্যের সুফল। সেই বৈশিষ্ট্য হইল তাঁহাদের ঐকান্তিক একনিষ্ঠতা তথা ঊর্দ্ধ স্তরের "এখ্‌লাছ"।

আলোচ্য হাদীছে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হযরতের আবেদনের উত্তরে বলিয়াছেন,

اَصْحَابُكَ عِنْدِىْ بِمَنْزِلَةِ النُّجُوْمِ فِى السَّمَاءِ.....لِكُلٍّ نُوْرٌ

"আপনার ছাহাবীগণ আমার নিকট আকাশের নক্ষত্ররাজির ন্যায়.....তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আলো রহিয়াছে।"

হযরতের সাহচর্য্যেই ছাহাবীগণ ঐ নূর লাভ করিয়াছিলেন। সেই নূর ও আলোই ছাহাবীগণের বিভিন্ন অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের উৎস। ঐ শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই একটি ছিল চরম "এখ্‌লাছ"।

النصحية لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم

"আল্লাহ-প্রেম, আল্লার দাসত্ব এবং আল্লার দ্বীনের উন্নতি কামনা; রসুলের মহব্বৎ, রসুলের এত্তেবা এবং রসুলের মিশনের সাফল্য সাধন; মোসলেম জাতির শক্তির উৎস নেজামে-খেলাফতের সুষ্ঠুতা বজায় রাখা; মোসলমান জনসাধারণের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা—এই সব বিষয়ে "এখ্‌লাছ" তথা ঐকান্তিক একনিষ্ঠতার চরম পর্য্যায় ছাহাবীগণের হাসিল ছিল। তাঁহাদের অন্তর হীন উদ্দেশ্যাবলী হইতে কত পাক-পবিত্র ছিল এবং কত উর্দ্ধের উর্দ্ধ পর্য্যায়ের এখলাছ তাঁহাদের হাসিল ছিল তাহা আমাদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞান ও ভাষা আয়ত্ত করিতে না পারিলেও অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার জানা ছিল নিশ্চয়। এই নির্ম্মল অসাধারণ একনিষ্ঠতার কারণে তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রচেষ্টাই আল্লাহ তায়ালার নিকট মকবুল পরিগণিত। এমনকি বিরোধের ক্ষেত্রে দুই পক্ষের কার্য্যধারা বিপরীত হইলেও সৎ উদ্দেশ্যে নির্ম্মল একনিষ্ঠতার দরুন কার্য্যধারার ভুল-ভ্রান্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমার্হই নয় শুধু, বরং সৎ উদ্দেশ্য হাসিলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ছওয়াবও তাঁহারা লাভ করেন। এই শ্রেণীর ভুল-ভ্রান্তিকেই "খাতায়ে-এজ্‌তেহাদী" বলা হয়—যেখানে ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমার্হ গণ্য হইয়া মূল উদ্দেশ্যের ছওয়াব হাসিল হয়। এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সপ্তম খণ্ডের পরিশিষ্টে বর্ণিত হইবে।

ছাহাবীগণের মর্য্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পূর্ব্ববর্ত্তী আসমানী কেতাবেও বিদ্যমান ছিল। যথা—তৌরাত শরীফে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাব আলোচনায় মক্কা-বিজয় ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হইয়াছে—"তিনি দশ সহস্র পবিত্রাত্মা মহাত্মা সহ এমন অবস্থায় আসিলেন যে, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে এক অগ্নিশিখা তুল্য (জ্যোতির্ম্ময়) বিধি-ব্যবস্থা রহিয়াছে।" মক্কা-বিজয় অভিযানে নবীজীর সঙ্গে দশ সহস্র ছাহাবী ছিলেন। তৌরাত কেতাবে ঐ ছাহাবী-গণকেই কুদ্দুসী বা পবিত্রাত্মা মহাত্মা বলা হইয়াছে।

নবীগণের পরে কোন স্তরের মানুষই যে কোন একজন ছাহাবীর সমমর্য্যাদা দূরের কথা নিকটবর্ত্তী মর্য্যাদারও হইতে পারে না। এই আকিদা ও বিশ্বাস ইসলামী মতবাদরূপে ইসলামের সোনালী যুগ—ইমামগণের যুগ হইতেই প্রচলিত।

ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহে আলাইহের শাগের্দ মোহাদ্দেছ—হাদীছবেত্তা আবদুল্লাহ ইবনে-মোবারক (রঃ) জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, ছাহাবী মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং আওলিয়াকুল শিরোমণি ওমর-ইবনে-আবদুল আজিজ রহমতুল্লাহে আলাইহের মধ্যে কাহার মর্ত্তবা বড় ?

ওমর-ইবনে-আবদুল আজিজ (রঃ) অনেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। (১) তিনি প্রথম নম্বরের বিশিষ্ট তায়েবী ছিলেন। (২) তিনি এই উম্মতের সর্ব্বপ্রথম মোজাদ্দেদ ছিলেন। (৩) বিশিষ্ট আওলিয়াকুল শিরোমণি ছিলেন। (৪) খলীফাতুল-মোছলেমীনরূপে এত নেক ও সৎ শাসনকর্ত্তা ছিলেন যে, তাঁহাকে পঞ্চম খলীফায়ে-রাশেদ অর্থাৎ আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম তুল্য শাসনকর্ত্তা গণ্য করা হইত। (৫) এই উম্মতের দ্বিতীয় মহান—ওমরে ফারুক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর তুলনায় তাঁহাকে "দ্বিতীয় ওমর" বলা হইত।

এতগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ওমর-ইবনে-আবদুল আজিজ (রঃ)কে ছাহাবী মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে পরিমাপের প্রশ্ন করা হইলে ইমাম আবদুল্লাহ-ইবনে-মোবারক (রঃ) উত্তরে বলিলেন, মোয়াবিয়া (রাঃ) যেই ঘোড়ায় চড়িয়া জেহাদে গমন করিতেন ঐ ঘোড়ার পায়ের দাপটে ধূলি উড়িয়া ঘোড়ার নাকের ডগায় যে ধূলি-কণা লাগিত ঐ ধূলি-কণার মর্ত্তবা এবং মর্য্যাদাও ওমর-ইবনে-আবদুল আজিজ রহমতুল্লাহে আলাইহের মর্ত্তবা ও মর্য্যাদার অনেক উর্দ্ধে। **(মেরকাত—শরহে মেশকাত)**

এই দীর্ঘ আলোচনায় প্রমাণিত হইল, ছাহাবীগণ সম্পর্কে উচ্চ ধারণা ও বিশ্বাস ইসলামের বিশেষ আকিদা এবং মোসলমানদের বিশেষ কর্ত্তব্য। এই কারণেই অধিকাংশ হাদীছ গ্রন্থে ছাহাবীগণের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় বিশেষ অধ্যায় উল্লেখ হয়। এমনকি বোখারী শরীফ, মোসলেম শরীফ ও তিরমিজী শরীফ যে শ্রেণীর গ্রন্থ, উহাকে হাদীছ শাস্ত্রের পরিভাষায় "জামে" বলা হয়। যেই গ্রন্থে ছাহাবীগণের বৈশিষ্ট্যের অধ্যায় না থাকিবে সেই গ্রন্থ "জামে" পরিগণিত হইবে না।

১৮১৩। হাদীছ :— عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال —

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ اُمَّتِىْ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ

يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ
وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ -

অর্থ—এ'মরান ইবনে হোছাঈন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্ব্বোত্তম যুগ ও জমাত আমার (গঠিত) যুগ ও জামাত (তথা আমার ছাহাবীগণের যুগ।) তারপর ঐ যুগ সংলগ্ন যুগ (অর্থাৎ ছাহাবীদের হাতে গঠিত—তাবেয়ী'নদের যুগ ও জমাত।) তারপর এই দ্বিতীয় যুগ সংলগ্ন তৃতীয় যুগ (আর্থৎ তাবেয়ী'নদের দ্বারা গঠিত—তাবয়ে'-তাবেয়ী'নদের যুগ ও জমাত ;) এই যুগটির উল্লেখ হযরত (দঃ) করিয়াছিলেন কি না—সেই সম্পর্কে বর্ণনাকারী ছাহাবী সন্দিহান রহিয়াছেন।

হযরত (দঃ) বলীয়াছেন—এই সব উত্তম যুগ চলিয়া যাওয়ার পর এমন যুগের সৃষ্টি হইবে যে, (লোকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও পরিণামের চিন্তা মোটেই থাকিবে না, যেমন—সাক্ষ্য দানের ন্যায় দায়িত্বের কাজেও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শুধু কোন প্রকার স্বার্থের খাতিরে,) সাক্ষী না বানাইলেও সাক্ষ্য দানে দৌড়িয়া আসিবে। খেয়ানত করিতে অভ্যস্ত হইবে, আমানতের নির্ভরযোগ্যতা একেবারেই হারাইয়া ফেলিবে। আল্লার নামে মান্নত করিয়াও উহা পুরা করিবে না। (আখেরাতের চিন্তা-শূন্য ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকিবে এবং আখেরাতের উন্নতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শুধু) দৈহিক মেদবহুল বা মোটা হওয়ার অভিলাসী হইবে এবং মোটা হইতে থাকিবে।

১৮১৪। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মানব সমাজের মধ্যে সর্ব্বোত্তম সমাজ ও যুগ আমার (গঠিত) সমাজ ও যুগ, অতঃপর যে যুগ উহার সংলগ্ন, তারপর যে যুগ এই দ্বিতীয় যুগের সংলগ্ন। তারপর এমন লোকগণ সৃষ্টি হইবে যে, (তাহাদের মধ্যে দ্বীন ও শরীয়তের মোটেই কোন প্রভাব ও মর্যাদা থাকিবে না, যেমন—আল্লার নামে কসম বা শপথ করার ন্যায় মহান কাজেরও তাহারা গুরুত্ব দিবে না ; সাক্ষ্যদান কার্য্যে কসমের আবশ্যক না থাকা সত্ত্বেও কসম ব্যবহার করিবে এবং দ্বিধাহীন ও দিশাহারা রূপের তাড়াহুড়ার পরিচয় দিবে যে,) কখনও বা সাক্ষ্যদান করিয়া কসম খাইবে, কখনও বা কসম খাইয়া সাক্ষ্য দান করিবে।

ব্যাখ্যা- কসম বা শপথ করার ন্যায় মহান কাজকে গুরুত্ব না দেওয়া এবং স্বেচ্ছাচারীতার স্রোতে উহার মহত্বকে বিনষ্ট করা তথা প্রয়োজন ছাড়া কথায় কথায় বা সাধারণ সাধারণ ব্যাপারে কসম ব্যবহার করা অতিশয় দোষণীয় কাজ; তাই আলোচ্য হাদীছ বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ তাবেয়ী' ইব্রাহীম নখ্‌য়ী' (রঃ) বলিয়াছেন, আমাদের মুরব্বীগণ কথায় কথায় কসমের বাক্য ব্যবহার করার উপর আমাদিগকে দণ্ড দিয়া থাকিতেন।

বোখারী শরীফ ৪৯৭ পৃষ্ঠায় একটি হাদিছে বর্ণিত আছে, আয়েশা (রাঃ) কোন এক ব্যাপারে কসম করিয়াছিলেন, অতঃপর বহু লোকের সুপারিশে তিনি বাধ্য হইয়া কসম ভঙ্গ করেন এবং ঐ একটি মাত্র কসম ভঙ্গের দরুন আয়েশা (রাঃ) কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা চল্লিশ গুণ তথা চল্লিশটি ক্রীতদাস বা গোলাম আজাদ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন না। সর্ব্বদাই অনুতাপ অনুশোচনা করিয়া থাকিতেন, কসম ভঙ্গের কথা স্মরণ হইলেই কাঁদিতেন।

১৮১৫। **হাদীছ ঃ**—(৫১৮ পৃঃ) عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَلَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ -

অর্থ— আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা আমার কোন ছাহাবীকে মন্দ বলিও না; (তাঁহাদের মর্ত্তবা তোমাদের অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে।) তোমাদের কেহ যদি ওহদ পাহাড় পরিমান স্বর্ণ আল্লার রাস্তায় ব্যয় করে, (তাহার এত বড় দানও) ছাহাবীদের কোন এক জনের এক মুদ্দ্‌ (প্রায় চৌদ্দ ছটাক) বা অর্দ্ধ মুদ্দ্‌ মাত্র (গম বা যব) ব্যয় করার সমান হইতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা- এক এক জিনিষের মূল্য এক এক গুণের উপর নির্ভর করিয়া থাকে এবং সেই গুণের অনুপাতেই উহার মূল্যমান নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। নেক আমলের মূল্য এখ্‌লাছ ও লিল্লাহিয়তের মাপ কাঠিতে পরিমিত হয়। এই দিক দিয়া ছাহাবীগণ হযরত রসুলুল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের ছোহ্‌বতের অছিলায় এত উর্দ্ধে পৌঁছিয়া ছিলেন যে, অন্য কোন মানুষের পক্ষে তথায় পৌঁছা সম্ভবই নহে। ইহা কোন ভাবাবেগের কথা নহে, বরং বাস্তব সত্য; ছাহাবীগণের জীবন-ইতিহাসই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) (৫১৫ পৃঃ)

"আবুবকর" তাঁহার উপনাম ছিল, আসল নাম ছিল "আবদুল্লাহ"। তাঁহার পিতার উপনাম ছিল "আবু কোহা'ফাহ" আসল নাম ছিল "ওসমান"।

পঞ্চম খণ্ডে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হিজরতের বর্ণনায় এবং হযরতের মৃত্যুর চার দিন পূর্ব্বেকার তাঁহার সর্ব্বশেষ ভাষণে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অনেক ফজিলত বর্ণিত হইয়াছে।

১৮১৬। হাদীছ ঃ – عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَا تَّخَذْتُ

اَبَا بَكْرٍ وَلٰكِنْ اَخِىْ وَصَاحِبِىْ -

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি যদি (আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার ভিন্ন অন্য) কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতাম তবে আবুবকরকে নিশ্চয়ই সেই মর্য্যাদা দান করিতাম। অবশ্য সে আমার (দ্বীনী) ভাই এবং ছাহাবী; (সেই সূত্রে তাহার মর্য্যাদা সর্ব্বোচ্চে)।

১৮১৭। হাদীছ ঃ - আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ত্তমানে আমরা লোকদের মর্ত্তবা নির্ণয় করিয়া থাকিতাম এইরূপে—সর্ব্বোচ্চে আবুবকর (রাঃ), তারপর ওমর (রঃ), তারপর ওসমান (রাঃ)।

১৮১৮। হাদীছ ঃ - জোবায়ের ইবনে মোত্‌য়ে'ম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একটি মহিলা তাহার কোন প্রয়োজন লইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সিকট উপস্থিত হইল। হযরত (দঃ) তাহাকে অন্য সময় পুনরায় আসিতে বলিলেন। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করিল, যদি আমি আসিয়া আপনাকে না পাই অর্থাৎ আপনার মৃত্যু হইয়া যায় তবে আমি কি করিব? হযরত (দঃ) বলিলেন, যদি আমাকে না পাও তবে আবুবকরের নিকট উপস্থিত হইও।

১৮১৯। হাদীছ ঃ আবুদ্দর্‌দা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম হঠাৎ আবুবকর (রাঃ)কে দেখা গেল, তিনি আসিতেছেন এবং তিনি পথ চলিতে স্বীয় লুঙ্গির এক কিনারাকে

উপরের দিকে টানিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন, একনকি এক একবার তাঁহার হাঁটু খুলিয়া যাইত। হযরত (দঃ) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের এই লোকটি কোন বিবাদের সমুখীন হইয়ছে।

আবুবকর (রাঃ) হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া সালাম করিলেন এবং বলিলেন, আমার এবং খাত্তাবের পুত্র (ওমর)-এর মধ্যে একটু বিতর্ক হইয়াছিল এবং উহাতে আমি কিছু অতিরিক্ত বলিয়াছিলাম। তারপর আমি লজ্জিত হইয়াছি এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু তিনি আমাকে ক্ষমা করেন নাই, (বরং ওমর রাগান্বিত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। আবুবকর (রাঃ) তাঁহার পেছনে পেছনে ক্ষমা চাহিতে চাহিতে গিয়াছেন, কিন্তু ওমর(রাঃ) তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বীয় গৃহে প্রবেশ করতঃ দরওয়াযা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।* আবুবকর বলেন,) অতএব কারণে আমি আপনার দরবারে চলিয়া আসিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, হে আবুবকর! আল্লাহ আয়ালা তোমাকে ক্ষমা করিবেন—হযরত (দঃ) তিনবার এইরূপ বলিলেন।

এদিকে আবুবকর (রাঃ) চলিয়া আসার পর ওমর (রাঃ) স্বীয় ব্যবহারে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া আবুবকরের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় তাঁহাকে না পাইয়া হযরত নবী ছাল্লাল্লহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে চলিয়া আসিলেন। তখন হযরতের চেহারা মোবারকের উপর রাগ ও অসন্তুষ্টির ধারা ফুটিয়া উঠিল, এমনকি স্বয়ং আবুবকর (রাঃ) ভীত হইয়া পড়িলেন (যে, হযরত (দঃ) ওমরের প্রতি অধিক রাগান্বিত হইয়া উঠেন না-কি!) সেমতে আবুবকর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমিই অন্যায়কারী ছিলাম।

অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে রসুলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন তোমাদের প্রতি। প্রথম অবস্থায় তোমরা সকলেই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছ, কিন্তু আবুবকর তখন হইতেই আমাকে সত্যবাদীরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং স্বীয় জান-মাল দ্বারা আমার সাহায্য সহায়তা করিয়াছে। তোমরা অন্ততঃ আমার খাতিরে আমার বন্ধুকে রেহায়ী দিতে পার কি? দুইবার হযরত (দঃ) এইরূপ উক্তি করিলেন। ঐদিন হইতে প্রত্যেকেই আবুবকর (রাঃ)কে কোন প্রকার উৎপীড়ন না করার প্রতি বিশেষরূপে যত্নবান হইয়াছে।

১৮২০। হাদীছ ঃ—আম্র ইবনুল আ'ছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে "জাতুস্-সালাসেল" নামক অভিযানের সর্ব্বাধিনায়ক করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ হযরতের খেদমতে পৌঁছিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কে আপনার সর্ব্বাধিক প্রিয়?

* বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী বিষয়বস্তু ৬৬৮ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে।

হযরত (দঃ) বলিলেন, আয়েশা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, পুরুষদের মধ্য হইতে কে? হযরত (দঃ) বলিলেন, আয়েশার পিতা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার পরে? হযরত (দঃ) বলিলেন, ওমর। এইরূপে প্রশ্নের উত্তরে হযরত (দঃ) পর পর কতিপয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিলেন।

১৮২১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইলেন—

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ -

"যে ব্যক্তি আত্মম্ভরিতা ও দাম্ভিকতা-প্রসূত ফ্যাসনের তাবেদারীরূপে এবং অহঙ্কার ও গরিমাজনিত ভাবাবেগে স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রকে মাটিতে হেঁচড়াইবে তাহার প্রতি আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন দৃষ্টিপাতও করিবেন না।"

এতচ্ছ্রবনে আবুবকর (রাঃ) আরজ করিলেন, আমার পরিধেয় লুঙ্গির এক কিনারা নিচের দিকে লট্‌কিয়া যায়, অবশ্য বিশেষ তৎপতার সহিত লক্ষ্য রাখিলে উহা বারণ করা সম্ভব হয়। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার কার্য্য (যতটুকু) নিশ্চয়ই উহা তোমার অহঙ্কার, গরিমা ও দাম্ভিকতা প্রসূত নহে।

ব্যাখ্যা—পায়ের গিঁটের নীচ পর্য্যন্ত লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট ইত্যাদি ঝুলাইয়া দেওয়ার মাছতালাহ ইন্‌শা-আল্লাহ তায়ালা সম্মুখে পোশাক পরিচ্ছেদের অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। ইহা যে নিষিদ্ধ সে সম্পর্কে অনেক হাদীছ তথায় উল্লেখ হইবে। আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর কার্য্যক্রমটা শুধুমাত্র অসাবধানতা প্রসূত সাময়িক শ্রেণীর ছিল, ফ্যাসন বা অভ্যাসগত মোটেই ছিল না—হযরত (দঃ) এই দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

১৮২২। হাদীছ ঃ—আবু মূছা আশ্‌য়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা তিনি অজু করিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন; তিনি মনে মনে এই স্থির করিয়া ছিলেন যে, আজিকার দিনটি আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়া কাটাইব। এই মনোভাব নিয়া তিনি প্রথমতঃ হযরতের মসজিদে উপস্থিত হইলেন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। উপস্থিত লোকগণ বলিল, তিনি মসজিদ হইতে বাহির হইয়া এই দিকে গিয়াছেন।

আবু মূছা বলেন, তখন আমি মসজিদ হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত দিকে অগ্রসর হইলাম এবং লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। এমনকি হযরত (দঃ) "বীরে-আরীস্" নামীয় কূপস্থিত বাগানে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া খোঁজ পাইলাম। আমি তথায় যাইয়া বাগানের গেটে বসিয়া থাকিলাম।

হযরত (দঃ) বাগানের ভিতরে পেশাব-পায়খানার আবশ্যক পূর্ণ করিয়া অজু করিলেন, তখন আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং দেখিতে পাইলাম তিনি ঐ কূপের কিনারায় বসিয়া আছেন এবং পায়ের গোছা উন্মুক্ত করতঃ পা দুইখানা কূপের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়াছেন। আমি হযরতকে সালাম করিলাম এবং পুনরায় গেটের নিকট আসিয়া বসিয়া থাকিলাম। মনে মনে স্থির করিলাম যে, আজ আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দারোয়ান হইয়া থাকিব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবুবকর (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দরওয়াজা ধাক্কা দিলেন। ভিতর হইতে আমি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি তাঁহার নাম বলিলেন। আমি বলিলাম, একটু অপেক্ষা করুন; অতঃপর আমি হযরতের নিকট যাইয়া বলিলাম, আবুবকর অনুমতি চাহিতেছেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দাও এবং সঙ্গে সঙ্গে বেহেশত লাভের সুসংবাদও দান কর। আমি আসিয়া আবুবকরকে বলিলাম, ভিতরে আসুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) আপনাকে বেহেশত লাভের সুসংবাদ জানাইতেছেন। আবুবকর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং হযরতের সঙ্গে তাঁহার ড ন পার্শ্বে কূপের কিনারায় বসিলেন এবং হযরতের ন্যায় পা দুইখানা কূপের মধ্যে ঝুলাইয়া দিলেন।

আবুমূছা (রাঃ) বলেন, আমি যখন হযরতের খোঁজে বাহির হইয়া ছিলাম তখন আমার ভ্রাতাকে দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তিনি অজু করিতেছেন এবং আমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা করিতেছেন। (যখন আমি এস্থলে হযরতের বেহেশতের সুসংবাদ দানের উদারতা দেখিতে পাইলাম তখন) আমি আমার ভ্রাতা সম্পর্কে ভাবিতে লাগিলাম যে, যদি সে আল্লাহ তায়ালার নিকট সৌভাগ্যশীল হইয়া থাকে তবে এখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এস্থানে উপস্থিত করিবেন; (এবং হযরতের মুখে বেহেশতের সুসংবাদ লাভ করিয়া চির সৌভাগ্যশীল প্রতিপন্ন হইবে।) এমতাবস্থায় আর এক ব্যক্তি দরওয়াজা নাড়া দিল। আমি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি বলিলেন, আমি ওমর-ইবনুল-খাত্তাব। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। অতঃপর আমি হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, ওমর অনুমতি চাহিতেছেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাকে অনুমতি দাও এবং বেহেশত লাভের সুসংবাদ দান কর। আমি ওমর (রাঃ)কে প্রবেশের অনুমতি এবং বেহেশত লাভের সুসংবাদ জানাইলাম। তিনি বাগানে প্রবেশ করিলেন এবং হযরতের সঙ্গে তাঁহার বাম পার্শ্বে কূপের কিনারায় বসিলেন, পা দুইখানা কূপের মধ্যে ঝুলাইয়া দিলেন। এইবারও দরওয়াজার নিকট বসিয়া বসিয়া আমি আমার ভ্রাতা সম্পর্কে পূর্ব্বের ন্যায় ভাবিতে লাগিলাম; এমতাবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া দরওয়াজা নাড়া দিল। আমি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি

বলিলেন, আমি ওসমান ইবনে আফ্‌ফান। আমি বলিলাম, একটু অপেক্ষা করুন। অতঃপর আমি হযরতের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে ওসমানের সংবাদ জানাইলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাকেও প্রবেশের অনুমতি দাও এবং বেহেশতের সুসংবাদও দান কর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দাও যে, তিনি বালা-মুছিবতের সম্মুখীন হইবেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া ওসমান (রাঃ)কে প্রবেশের অনুমতি এবং বেহেশত লাভের সুসংবাদ শুনাইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে বালা-মুছিবতেরও সংবাদ জ্ঞাত করিলাম। (তিনি বলিলেন, সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ তায়ালার এবং তাঁহারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা।) অতঃপর তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, হযরত (দঃ) কূপের কিনারায় যে পার্শে বসিয়াছেন ঐ পার্শ্বে তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া বসিবার স্থান নাই, (কারণ সেই স্থান আবুবকর ও ওমর দখল করিয়া নিয়াছেন, তাই তিনি হযরতের বরাবরে সম্মুখস্ত অপর দিকে বসিলেন।

এই হাদীছ বর্ণনাকারী তাবেয়ী' সায়ীদ ইবনে মোসাইয়্যেব (রঃ) বলিয়াছেন, উক্ত ঘটনার দৃশ্য অনুযায়ীই তাঁহাদের কবরের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে—আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) হযরতের কবর শরীফের সংলগ্নে কবরের স্থান লাভ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে ওসমান(রাঃ) হযরতের কবর হইতে দূরে মদিনার সর্ব্বসাধারণের কবরস্থানে সমাহিত হইয়াছেন।

খলীফাতুল-মোছলেমীন পদে আবুবকর (রাঃ) ঃ

খলীফা পদে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নির্ব্বাচন-ইতিহাস আলোচনার পূর্ব্বে দুইটি বিষয় অবগত হওয়া সুফলপ্রদ হইবে। ১ম—খলীফা-পদে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মনোনীত হওয়া সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতেই স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কতিপয় সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। ২য়—তৎকালীন উপস্থিত জরুরী অবস্থা ও উহার ভয়াবহতার উদ্ভব।

রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক আবুবকরের মনোনয়ন ঃ

(১) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আবুবকর (রাঃ)কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত বা খলীফারূপে মনোনীত করা সম্পর্কে এত দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকিতেন যে, তিনি অন্তিম রোগে শায়িত হইলে পর উহা লিখিতরূপে ঘোষণা জারি করিয়া দেওয়ার পর্য্যন্ত তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং সেই ঘোষণা জারির ব্যবস্থা করার জন্য আবুবকরকে ডাকিয়া আনিতে আয়েশা (রাঃ)কে আদেশও করিয়াছিলেন। অবশ্য আবুবকরের খলীফা নির্ব্বাচিত হওয়া সম্পর্কে তিনি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এইরূপ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, সেই ঘোষণা জারিকে তিনি অনাবশ্যক মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই তথ্যই নিম্নের হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে।

১৮২৩। **হাদীছ ঃ**—(৮৪৬ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন,..... মাথা ব্যথায় আমি বলিতেছিলাম—আমার মাথা গেল! নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (তাঁহার অন্তিম শয্যার যাতনা প্রকাশে) বলিলেন, বরং আমার মাথা গেল!

অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়াছিলাম—আবুবকর এবং তাহার ছেলেকে সংবাদ পাঠাইয়া ডাকিয়া আনি এবং (তোমাদের সাক্ষাতেই আমার পরে আবুবকর খলীফা হওয়ার) ঘোষণা করিয়া যাই; যেন অন্য কেহ কিছু বলার সুযোগ না পায় এবং অন্য কেহ আশা করার অবকাশ না পায়। কিন্তু পরে ভাবিলাম, আল্লাহ তায়ালা অন্য কাহাকেও হইতে দিবেন না, মোসলমানগণও অন্যকে গ্রহণ করিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—মোসলেম শরীফের হাদীছে নবী (দঃ) কর্তৃক ঐরূপ আদেশ করাও উল্লেখ রহিয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালা ও মোসলমানগণের নিকট নির্দ্ধারিত খলীফারূপে আবুবকরের নাম উল্লেখ রহিয়াছে।

হাদীছ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার অন্তিম শয্যায় একদা আমাকে আদেশ করিলেন, আবুবকর এবং তোমার ভ্রাতাকে ডাকিয়া আমার নিকটে উপস্থিত কর। আমি একটি লিপি লিখিয়া দিয়া যাই। আমার আশঙ্কা হয় অন্য কোন আশাধারী আশা করিবে এবং বলিবে, আমি অগ্রাধিকারী। কিন্তু আল্লাহ এবং মোমেনগণ একমাত্র আবুবকর ব্যতীত অন্য কাউকে হইতে দিবে না। (মোশলেম শরীফ ২৭৩)

অতএব, ইহা বলিলে মোটেই অত্যুক্তি হইবে না যে, স্বয়ং হযরত (দঃ) কর্তৃক আবুবকর (রাঃ) খলীফা মনোনীত ছিলেন। অবশ্য যেহেতু হযরতের এই মনোভাব তাঁহার মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী সময়ে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাই সাধারণভাবে ছাহাবাদের মধ্যে উহার প্রসার হইয়া ছিল না, তাই সাময়িকভাবে তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন মতামতের শব্দ শুনা যাওয়া সম্ভব হইয়াছিল, নতুবা মুহূর্ত্তের জন্যও উহার উদয়ই হইত না।

(২) রোগ শয্যায় শায়িত হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে যখন হযরত (দঃ) মসজিদে পদার্পণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন হইতে তিনি নামাযের ইমামরূপে আবুবকরকে তাঁহার স্থলে দাঁড় করাইয়াছিলেন। এমনকি ইহার বিরুদ্ধে অনেক রকমের বুঝ-প্রবোধ ও পরামর্শকেও তিনি বিরক্তিকররূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, যাহার বিস্তারিত বিবরণ পঞ্চম খণ্ড ১৭৩০ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

ছোট ইমাম তথা নামাযের ইমামরূপে আবুবকরকে মনোনীত করিয়া বড় ইমাম তথা খলীফা হওয়ার পথকে আবুবকরের জন্য স্বয়ং হযরত (দঃ)ই সুগম করিয়া গিয়াছিলেন। ওমর ফারুক (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)কে খলীফা নির্ব্বাচিত

করার পক্ষে ছাহাবীগণের সম্মুখে এই তথ্যটি তুলিয়া ধরিয়াছিলেন এবং সকলেই ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। (নাছায়ী শরীফ দ্রষ্টব্য)

জরুরী অবস্থা ও উহার ভয়াবহতার উদ্ভব ঃ

আরবের মধ্যে মোসলমানদের শক্তি ও আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহার চতুর্দিকের প্রত্যেকটি শক্তিই মোসলমানদের ঘোর শত্রু ছিল। এমনকি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) দুনিয়া ত্যাগের দুই চার দিন পূর্ব্বেও রোমানদের বিরুদ্ধে উসামা-বাহিনী প্রেরণে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন হযরতের ইহজগৎ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মোসলমানদের অভ্যন্তরেও এক বিশৃঙ্খলার আশঙ্কাই শুধু ছিল না, বরং সামান্যতম জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের দৃষ্টিতেও উহা অবশ্যম্ভাবীরূপে মাথার উপর দণ্ডায়মান ছিল। এমনকি দুই চার দিনের মধ্যেই উহা আত্মপ্রকাশও করিয়াছিল এবং আবুবকর (রাঃ) খলীফা নির্ব্বাচিত হইয়া প্রথম দিকেই স্বশস্ত্র অভিযান দ্বারা উহার মূল উচ্ছেদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; যাহার বিবরণ ২য় খণ্ডে ৭৩১ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। তদুপরি মোনাফেকদের আনাগোনা ত মদিনার অভ্যন্তরে বিষাক্তময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতেই ছিল। সর্ব্বোপরি গুরুতর অবস্থা যাহার আত্মপ্রকাশ অতি স্বাভাবিক ছিল—উহা ছিল এই যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত বা খলীফা নির্ব্বাচনে মোহাজের ও আনছারদের বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। এমনকি দুপুর বেলায় হযরতের ইহজগৎ ত্যাগের পরক্ষণে—বিকাল বেলায়ই মদিনা শহরের "সক্কিফা-বনু সায়েদাহ" নামক স্থানে আনছারগণ সমবেত হইয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে এক জনকে খলীফা মনোনীত করার জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

আনছারগণের মধ্যেও প্রধানতম দুইটি গোত্র ছিল—"আউস" এবং "খযরজ" তাঁহাদের মধ্যে বিরাট প্রতিযোগিতা বিদ্যমান ছিল এবং খলীফা নির্ব্বাচন সম্পর্কে সেই প্রতিযোগিতার ব্যাপার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতেছিল।

সায়া'দ-ইবনে-ওবাদা (রাঃ) যাঁহাকে খলীফা মনোনীত করার চেষ্টা করা হইতেছিল তিনি খযরজ গোত্রের সর্দ্দার, তাই আউস গোত্রীয় লোকগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। (সীরাতে মোস্তফা ৩—২৪২)

প্রত্যেক রাজনৈতিক চেতনা বোধ, বরং সামান্য বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও উপলব্ধি করিতে পারে যে, তখন কিরূপ জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল! সেই ভয়াবহ জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই তাড়াহুড়ার মধ্যে উপস্থিত সমাবেশে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিবর্জ্জিতভাবে আবুবকরের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

আবুবকরের খলীফা নির্ব্বাচন ঃ

বোখারী শরীফ ৫১৮ পৃষ্ঠায় আয়েশা (রাঃ) কর্ত্তৃক একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইন্তেকালের পর ঐদিন বিকালবেলা আনছারগণ সায়া'দ ইবনে ওবাদাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে কেন্দ্র করিয়া "সক্কিফা-বনী-সায়েদাহ্" নামক স্থানে একত্রিত হইলেন।

আবুবকর, ওমর ও আবু ওবায়দাহ্ (রাঃ) তথায় পৌঁছিলেন এবং ওমর (রাঃ) তাঁহাদের মধ্যে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য উত্থত হইলেন, কিন্তু আবুবকর (রাঃ) তাঁহাকে থামাইয়া দিলেন। ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি তথায় সর্ব্বাগ্রে বক্তৃতা দিতে চাহিয়াছিলাম এই জন্য যে, আমি একটি বক্তব্য চিন্তা করিয়া, তৈরী করিয়া নিয়াছিলাম ; আমার আশঙ্কা হইতেছিল যে, আবুবকর যেহেতু ঐরূপ করিয়া ছিলেন না তাই হয়ত তাঁহার অন্তরে ঐ ধরণের বক্তব্য উপস্থিত নাই। কিন্তু আবুবকরই বক্তৃতা দানে দাঁড়াইলেন এবং তিনি অতিশয় বিচক্ষণতা সম্পন্ন বক্তৃতা প্রদান করিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, কোরায়েশদের মধ্য হইতে খলীফা নির্ব্বাচিত হইবেন এবং মদিনাবাসী আনছারদের মধ্য হইতে ওজীর বা সহকর্মী হইবেন।

আনছারদের মধ্য হইতে হোবাব-ইবনুল-মোনজের (রাঃ) বলিলেন, সেরূপ হইতে পারে না, বরং মদিনাবাসী আনছারদের মধ্য হইতে একজন খলীফা হইবে এবং মোহাজের কোরায়েশদের মধ্য হইতে অপর একজন খলীফা হইবে। আবুবকর (রঃ) তাঁহার পূর্ব্ব উক্তিকেই পুনরায় দোহ্রাইলেন যে, কোরায়েশদের হইতে খলীফা হইবে এবং আনছারদের মধ্য হইতে সহকর্ম্মী হইবে।

আবুবকর (রাঃ) তাঁহার উক্তির উপর একটি যুক্তিও পেশ করিলেন যে, কোরায়েশগণ হইতেছেন সমগ্র আরববাসীদের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র এবং সর্ব্বোচ্চ বংশীয়, সুতরাং সকলে ওমর বা আবু-ওবায়দাহ্কে খলীফা নির্ব্বাচিত কর। তখন ওমর (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)কে বলিলেন, না—না, বরং আমরা সকলে আপনাকে খলীফা নির্ব্বাচিত করিব ; আপনি হইতেছেন আমাদের সকলের শিরোমণি ও সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সর্ব্বাধিক প্রিয়পাত্র। এই বলিয়া ওমর (রাঃ) আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাত ধরিয়া তাঁহাকে খলীফারূপে বরণ করিয়া নেওয়ার উপর বায়য়া'ত বা অঙ্গীকার করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলেই আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর হাতে হাত দিয়া খলীফারূপে বরণ করিয়া নেওয়ার বায়য়া'ত বা অঙ্গিকার করিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য— কোরায়েশ বংশ হইতে খলীফা নির্ব্বাচন সম্পর্কে আবুবকর (রাঃ) যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা একটি বাস্তব তথ্য ত ছিলই, তদুপরি তথাকার উপস্থিত সময়ের জন্য অপরিহার্য্য পন্থাও ছিল।

খলীফা নির্ব্বাচনের শুভ ও সঠিক পন্থা এই যে, খলীফা হওয়ার জন্য এমন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে হইবে যে ব্যক্তি তাহার নিজ আহরিত এবং খোদা-প্রদত্ত—সর্ব্বপ্রকার গুণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে যথাসম্ভব সকল শ্রেণীর সর্ব্ব-সাধারণের মনকে জয় ও বাধ্য করিয়া লইতে সক্ষম হয়। এই শ্রেণীর খলীফা নির্ব্বাচনের মাধ্যমেই শান্তি ও শৃঙ্খলা আসিতে পারে। ইসলামী শরীয়ত খলীফা নির্ব্বাচনে বিভিন্ন গুণাবলীর শর্ত্ত নির্দ্ধারণে একমাত্র উক্ত দৃষ্টিভঙ্গিকেই সম্মুখে রাখিয়াছে।

আরব দেশে বংশ ও গোত্রীয় বিভিন্নতাকে এত অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইত যে, অন্য কোন গুণ বা বিষয় বস্তুকেই তদ্রূপ গুরুত্ব দেওয়া হইত না। এমনকি অন্ধকার যুগে যখন খোদা ভিন্ন অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা করা হইত তখন প্রত্যেক গোত্র ভিন্ন ভিন্ন উপাস্যের উপাসনা করিত; এক গোত্র অন্য গোত্রের উপাস্যকে উপাস্য বানাইত না। তাহাদের এই স্বভাব ও প্রকৃতির কারণেই ইসলাম-যুগের পূর্ব্বে সংঘবদ্ধ আকারের কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আরবের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এই গোত্রীয় কোন্দলের ভিতর দিয়াও সমগ্র আরব কোরায়েশ বংশকে মুকুট-মণির মর্য্যাদা দিয়া থাকিত। যেই অন্ধকার যুগে জাতিগত ব্যবস্থা ছিল বিদেশী পথিককে লুণ্ঠন করা সেই যুগেও কোরায়েশগণ স্বীয় মর্য্যাদার প্রভাবে সর্ব্বত্র নিরাপত্তা উপভোগ করিত; যাহার প্রতি পবিত্র কোরআন ছুরা কোরায়শের মধ্যেও ইঙ্গিত রহিয়াছে।

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, ইসলামী জগতে সর্ব্বপ্রথম খলীফা নির্ব্বাচনকালে কেন্দ্রীয় এলাকা মদিনার পাশাশাশি অবস্থানকারী দুইটি গোত্র আউস্ ও খযরজ্—তাহাদের মধ্যে গোত্রীয় কোন্দল ক্রিয়া করিয়া উঠিতেছিল, অতঃপর অন্যান্য এলাকার বিভিন্ন গোত্রগুলি যে, কি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিত তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে গোত্রীয় কোন্দলে সৃষ্ট ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার মোকাবিলা করার একমাত্র উপায় এই ছিল যে, খলীফা কোরায়েশদের হইতে নির্ব্বাচন করা হউক যাঁহাদের প্রভাব এবং মর্য্যাদা সমগ্র আরবে স্বীকৃত ছিল। আবুবকর (রাঃ) স্বীয় যুক্তিতে এই তথ্যটিই তুলিয়া ধরিয়া ছিলেন এবং এই যুক্তি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত একটি তথ্য হইতেই গৃহিত ছিল। মোসলেম শরীফ ১১৯ পৃষ্ঠায় একখানা হাদীছ বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

اَلنَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِىْ هٰذَا الشَّانِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ

"নেতৃত্বের মর্য্যাদার জন্য জনসাধারণ কোরায়েশকে অগ্রগণ্যতা প্রদান করিয়া থাকে। কোরায়েশদের প্রতি জনসাধারণের এই আকর্ষণ কুফুরী তথা অন্ধকার যুগেও বিদ্যমান ছিল, ইসলামের পরেও বিদ্যামান রহিয়াছে।"

ইসলামে যেহেতু উহার সমগ্র এলাকায় একজন মাত্র খলীফা নির্ব্বাচনের আইন রহিয়াছে, এমনকি যদি সারা বিশ্ব ইসলামের করায়ত্ব হয় তবে সারা বিশ্বের জন্য একজন খলীফাই নির্ব্বাচন করিতে হইবে যাঁহার অধীনে আরব আ'জম সকলেই থাকিবে। সুতরাং আরব-আ'জম সকলের মিশ্রিত রাষ্ট্রের খলীফা নির্ব্বাচনে উক্ত কোন্দলের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে এবং উহার মোকাবিলার পন্থাও ঐ একই।

কোরায়েশদের প্রতি পূর্ব্বাপর জনসাধারণের যে একটা প্রগাঢ় আকর্ষণ রহিয়াছে সেই তথ্যটির ভিত্তিতেই হযরত (দঃ) একটি ভবিষ্যৎ সংবাদ পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন যে, اَلْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ "খলীফা নির্ব্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোরাশেগণ অগ্রগণ্যতা লাভ করিবে" (মো'জামে-তবরানী)। ভবিষ্যৎ সংবাদ পরিবেশন মর্ম্মেই বোখারী শরীফ ১০৫৭ এবং ৪৯৭ পৃষ্ঠায় আর একটি হাদীহ রহিয়াছে—

اِنَّ هٰذَا الْاَمْرَ فِىْ قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيْهِمْ اَحَدٌ اِلَّا كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ مَا اَقَامُوا الدِّيْنَ -

"খেলাফত কোরায়েশদের মধ্যে থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিবেন। (কোরায়েশদের এই বিশেষত্ব তাবৎ পর্য্যন্ত থাকিবে) যাবৎ তাহারা দ্বীন-ইসলামকে সুষ্ঠু ও সঠিকরূপে অর্জ্জন ও প্রবর্ত্তন করার দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবে।"

এই ভবিষ্যৎ সংবাদটি পরিবেশন করার মধ্যে এই উদ্দেশ্যও নিহিত রহিয়াছে যে, উল্লেখিত শর্ত্ত বিদ্যমান থাকা পর্য্যন্ত অন্য লোকদের পক্ষে প্রার্থীরূপে দাঁড়াইয়া জাতির মধ্যে অধিক বিশৃঙ্খলা ও বিভেদের সূত্রপাত করা মোটেই সমীচীন হইবে না। এই মর্ম্মেই আবুবকর (রাঃ) ও মোহাজেরগণ মদিনাবাসীদের সম্মুখে আলোচ্য তথ্যটি তুলিয়া ধরিয়া ছিলেন এবং মদিনাবাসীগণও উহা গ্রহণ করিয়া নিয়াছিলেন। এমনকি পরবর্ত্তীকালেও ওলামাগণ খলীফা নির্ব্বাচনে অন্যান্য যোগ্যতার সঙ্গে কোরায়শী হওয়ার শর্ত্তও আরোপ করিয়াছেন; শুধু এই সূত্রে যে, অন্যান্য সমুদয় যোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এই গুণটিও বিদ্যমান থাকিলে শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং জন-সাধারণের অধিক আস্থা বিশেষরূপে কায়েম হইবে, যেহেতু কোরায়েশদের প্রতি জন-সাধারণের বিশেষ আকর্ষণ রহিয়াছে। এই বিষয়ে আরও অধিক বিবরণ সপ্তম খণ্ড রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিরোনামায় বর্ণিত হইবে।

আবুবকরের প্রতি অকুণ্ঠ গণ-সমর্থন ঃ

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তিরোধানের দিন—সোমবারের বিকাল বেলায়ই উল্লেখিত "সক্কিফা-বনু সায়েদাহ্" সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তথায়

সুদীর্ঘ বিতর্কের শেষ ফলে শুধু মাত্র সায়া'দ ইবনে ওবাদাহ্ (রাঃ) ব্যতীত উপস্থিত সকল আনছারগণ এবং ওমর (রাঃ) ও আবু ওবায়দাহ (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)কে খলীফারূপে বরণ করিয়া তাঁহার হাতে হাত দিয়া "বায়য়া'ৎ" বা অঙ্গিকারাবদ্ধ হইলেন এবং উক্ত সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটিল। পর দিন তথা মঙ্গলবার দিন মদিনার জন-সাধারণকে মসজিদে-নববীতে আহ্বান করা হইল। সকলে তথায় একত্রিত হইলেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাদের সম্মুখে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে বক্তৃতা দান করিলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)কে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর মিম্বরের উপর বসিয়া জন-সাধারণ হইতে বায়য়া'ৎ বা খলীফারূপে বরণ করার স্বীকৃতি গ্রহণের অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। আবুবকর (রাঃ) সম্মত হইতেছিলেন না, অবশেষে অনুরোধের চাপে আবুবকর (রাঃ) মিম্বারে আরোহন করিলেন এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) যেই থাকে বসিতেন উহার নিম্নের থাকে বসিলেন। জন-সাধারণ একে একে আসিয়া তাঁহার হাতে হাত দিয়া বায়য়া'ৎ বা অঙ্গিকার করিয়া গেলেন (সীরাতে মোস্তাফা ৩—২৪৩)। আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বায়য়া'ৎ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পঞ্চম খণ্ড ১৭৫৩ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খলীফা নির্ব্বাচিত হওয়ার সামগ্রিক বিষয়াবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, তাঁহার মনোনয়ন সম্পর্কে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অতি উজ্জল কতিপয় ইঙ্গিত বিদ্যমান ছিল এবং তাঁহার নির্ব্বাচনও ঘরোয়া ভাবে বা নিজস্ব গঠিত কোন কলেজ বা শুধু স্বদলীয় লোকদের সমবায়ে গঠিত কোন প্রতিষ্ঠানের মারফৎ ছিল না। বরং বিপরিত বাতাস বহনকারী একটি জন-সমাবেশে সকলের নির্ব্বাচনেই তিনি খলীফা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং অতঃপর তাঁহার সমর্থনও লাভ হইয়াছিল ব্যাপক আকারে। অবশ্য নির্ব্বাচন অপেক্ষা সমর্থন ছিল তথায় অধিক এবং সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল জরুরী অবস্থার উদ্ভব হওয়ার কারণে। নতুবা সুষ্ঠু পরিবেশ থাকিলে তখন সমর্থনের ব্যবস্থা অপেক্ষা নির্ব্বাচনের মাধ্যমে খলীফা হওয়াই ইসলামের বিধান। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে এই বিষয়টির প্রতিই বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।

১৮২৪। হাদীছ ঃ—(১০০৯ পৃঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেনে, তিনি খলীফাতুল-মোসলেমীন ওমর ফারুক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জীবনের সর্ব্বশেষ হজ্জ সমাপনে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মিনায় অবস্থান কালে একদা বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আ'উফ (রাঃ) তাঁহাকে একটি ঘটনা শুনাইলেন যে, অদ্য ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট একটি লোক এই সংবাদ দিল যে, এক ব্যক্তি বলিতেছে, খলীফা ওমর (রাঃ) ইন্তেকাল করিয়া গেলে

আমি অমুক ব্যক্তিকে খলীফারূপে গ্রহণ করিব এবং তাহার হাতে বায়য়া'ৎ করিব, (পরে অন্য লোকদের সমর্থন আদায়ের ব্যবস্থা করা হইবে।) আবুবকরের নির্ব্বাচন এইরূপে হঠাৎ ভাবেই হইয়াছিল, অতঃপর উহাই বহাল হইয়া গিয়াছিল।

এই সংবাদ শুনার সঙ্গে সঙ্গে ওমর (রাঃ) রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, আজই বিকাল বেলা আমি এই সম্পর্কে জনগণের সম্মুখে ভাষণ দান করিব। তাহাদিগকে ঐ শ্রেণীর লোকদের হইতে সতর্ক করিব যাহারা শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচনে তাহাদের তথা জনগণের অধিকার হরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে।

আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, হে আমীরুল-মোমেনীন! আপনি এরূপ করিবেন না। কারণ, হজ্জ উপলক্ষে পাকা-পোক্তা বুদ্ধিহীন—নিম্ন শ্রেণীর বাচাল লোকদেরও সমাবেশ হইয়াছে। এবং আপনি এখানে কোন সম্মেলন আহ্বান করিলে ঐ শ্রেণীর লোকগণই আপনার চতুষ্পার্শ দখল করিয়া নিবে; এমতাবস্থায় আশঙ্কা হয় আপনি কোন কথা বলিলে তাহারা উহাকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা এবং উহার যথার্থতা বিবেচনা করা ব্যতিরেকেই চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিবে এবং উহার অব্যবহার বা অপব্যবহার করিবে। অতএব আপনি অপেক্ষা করুন মদিনায় পৌঁছা পর্য্যন্ত; মদিনা হইল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুন্নত সম্পর্কীয় জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হিজরত করিয়া তথায়ই সমাবেশিত হইয়াছেন। অতএব তথায় আপনি কেবলমাত্র জ্ঞানী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একত্রিত করিতে সক্ষম হইবেন এবং তাঁহাদের সম্মুখে যে কথা বলিবেন তাঁহারা উহার যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং তাঁহারা উহার সদ্ব্যবহারও করিবেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহাই করিব এবং মদিনায় পৌঁছিয়া সর্ব্বপ্রথম ভাষণেই এই বিষয়টির আলোচনা করিব।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা জিলহজ্জ মাসের শেষের দিকে মদিনায় পৌঁছিলাম এবং জুমার দিন আমি যথাসত্বর মসজিদে উপস্থিত হইলাম। ওমর (রাঃ) মসজিদে আসিয়া মিম্বারে আরোহণ করিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার হাম্দ-ছানা ও প্রসংশা করতঃ বলিলেন, আমি কতকগুলি বিষয়বস্তু তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি; হইতে পারে ইহা আমার শেষ জীবনের ভাষণ। তোমাদের মধ্য হইতে যে আমার কথার যথার্থ ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারে তাহার কর্ত্তব্য হইবে উহাকে অন্যদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া। আর যে বুঝিতে পারে নাই বলিয়া আশঙ্কা করিবে তাহার জন্য জায়েয হইবে না আমার কথাকে বিকৃত আকারে প্রকাশ করা। তোমরা সকলে লক্ষ্য করিয়া শুন!

(১) আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে সত্য দ্বীনের বাহক বানাইয়া পাঠাইয়াছি লন এবং তাঁহার উপর পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। জ্ঞানী

বা ব্যভীচারীকে প্রস্তরাঘাতে বধ করার বিধান সেই পবিত্র কোরআনেরই একটি আয়াত ছিল—যাহা আমরা তেলাওয়াত করিয়াছি, উহার মর্ম্ম ভালরূপে অনুধাবন করিয়াছি এবং উহাকে অন্তরে গাঁথিয়া রাখিয়াছি। সেই আয়াতের বিধানকে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন—তিনি ব্যভিচারের অপরাধীকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিয়াছেন এবং তাঁহার পরে আমরাও ঐরূপ করিয়াছি। (উক্ত আয়াতের তেলাওয়াত মনছুখ বা রহিত হইয়া যাওয়ার কারণে উহা বর্ত্তমানে কোরআন শরীফে লিখিত নাই।) তাই আমার ভয় হয়, আমাদের যুগের পরে কোন মানুষ এইরূপ দাবী করিয়া না বসে যে, "রজম" তথা ব্যভীচারীকে প্রস্তরাঘাতে বধ করার বিধান কোরআনে নাই। এইরূপ দাবীর প্রতি কর্ণপাত করিলে লোকগণ আল্লাহ কর্ত্তৃক পবিত্র কোরআনে অবতারিত ও নির্দ্ধারিত একটি ফরজ তরক করতঃ গোমরাহ ও ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। তোমরা শুরিয়া রাখ! আল্লার কেতাব পবিত্র কোরআনে রজমের বিধান প্রকৃত প্রস্তাবেই বলবৎ রহিয়াছে, (অবশ্য উহার তেলাওয়াত নাই বলিয়া লেখার মধ্যে রাখা হয় নাই।) কোন মোসলমান বিবাহিত পুরুষ বা নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছে বলিয়া (চারজন) সাক্ষী পাওয়া গলে বা গর্ভ (ইত্যাদি সন্দেহের কারণ) স্থলে স্বীকারুক্তি পাওয়া গেলে তাহাকে রজম করা হইবে—প্রস্তরাঘাতে প্রাণে বধ করা হইবে।

(২) আরও একটি বিষয় পবিত্র কোরআনে বিদ্যমান ছিল যে, কোন মোসলমান যেন স্বীয় বাপ-দাদা (তথা স্বীয় বংশ) ছাড়িয়া অন্য বাপ-দাদার (তথা অন্য বংশের) প্রতি সম্পর্কের দাবী না করে; ইহা কুফুরী সমতুল্য পাপ গণ্য হইবে।

(৩) আরও জানিয়া রাখ। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিশেষরূপে বলিয়া গিয়াছেন, মরয়্যাম-পুত্র ঈসা (আঃ) সম্পর্কে নাছারাগণ যেরূপ অতিরঞ্জিত উক্তি করিয়াছে—খবরদার! তোমরা আমার সম্পর্কে ঐ শ্রেণীর উক্তি করিও না; আমার সম্পর্কে এই ঘোষণাই তোমরা দিবে যে, আমি "আল্লার সৃষ্ট বন্দা এবং তাঁহার রসুল।"

(৪) আরও একটি অতি জরুরী খবর—

আমি সংবাদ পাইয়াছি, কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকে—ওমর ইন্তেকাল করিলে আমি অমুক ব্যক্তিকে খলীফা মনোনীত করিয়া তাহার হাতে বায়য়াৎ করিব।

খবরদার, খবরদার! (এইরূপ ধারণা কেহ পোষণ করিবেনা। এবং) কেহই এই ধারণার বশীভূত হইয়া প্রবঞ্চিত হইবে না যে, আবুবকরের খলীফা নির্ব্বাচিত হওয়াটা আকস্মিক ঘটনাই ছিল এবং পরে উহা বহাল ও বলবৎ হইয়া গিয়াছিল।

আবুবকরের খলীফা হওয়ার ঘটনা ঐরূপ হইয়াছিল বটে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আবুবকরকে এমন ব্যক্তিত্ব দান করিয়াছিলেন যদ্বারা তাঁহাকে উহার ভয়াবহ পরিণাম হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তোমাদের মধ্যে আবুবকরের ন্যায় এমন ব্যক্তি নাই

যাহার প্রতি জনসাধারণের সর্ব্বসম্মত আকর্ষণ আছে। সুতরাং মোসলমানগণের পরামর্শ গ্রহণ ব্যতিরেকে কাহাকেও খলীফা নির্ব্বাচন করা হইলে সেই খলীফা ও তাহার নির্ব্বাচনকারীর অনুসরণ তোমরা করিবে না, কারণ তাহারা উভয়ে অচিরেই প্রাণ হারাইবে। আবুবকরের ব্যাপার ছিল সম্পূর্ণ সতন্ত্র—

হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে আমাদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন আবুবকর (রাঃ)। অবশ্য (তাঁহাকে খলীফা মনোনীত করার ব্যাপারে) মদীনাবাসী—আনছারগণ বিরোধী হইয়া গেল এবং তাহারা "সক্বীফা-বনু সায়েদাহ্" নামক স্থানে সকলে একত্রিত হইল। এতদ্ভিন্ন আলী (রাঃ) যোবায়ের (রাঃ) এবং তাঁহাদের সমর্থকগণও ঐ ব্যাপারে মত বিরোধ করিল।

এতদৃষ্টে মোহাজেরগণ আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট সমবেত হইল, তখন আমি আবুবকরকে বলিলাম, চলুন! আমরা আনছার ভাইদের সমাবেশে উপস্থিত হই। অতঃপর আমরা তাহাদের নিকটবর্ত্তী পৌঁছিলে একজন শুভাকাঙ্খী লোকের সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাদিগকে তাহাদের প্রস্তাবাদি শুনাইয়া বলিলেন, তথায় আপনাদের উপস্থিত হওয়ার আবশ্যক নাই ; আপনাদের যাহা করিবার তাহা সম্পন্ন করিয়া ফেলুন। কিন্তু আমি বলিলাম, আমরা তথায় যাইবই। (তাথায় পৌঁছিয়া দেখিলাম, কম্বলে আবৃত একজন লোক তাহাদের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট এবং জানিতে পারিলাম, তিনি সায়া'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)—তিনি জ্বরাক্রান্ত।
অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন বক্তা দাঁড়াইয়া আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা আল্লার দ্বীনের আনছার বা সাহায্যকারী এবং ইস্‌লামের সৈনিক দল। পক্ষান্তরে আপনারা মোহাজেরগণ হইলেন সংখ্যালঘু দল ; এখন আপনাদের কতিপয় ব্যক্তি শাসন-ক্ষমতা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছে! বক্তা যখন ক্ষান্ত হইলেন তখন আমি কিছু বলিতে উদ্যত হইলাম ; আমি পূর্ব্ব হইতেই একটি বক্তৃতা সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম এবং উহাতে আমি আবুবকরের সাম্ভাব্য রাগ ও উত্তেজনাকে প্রশমিত করার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু আবুবকর আমাকে বারণ করিয়া নিজেই বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তখন দেখিলাম, তিনি আমার অপেক্ষা অধিক শান্ত এবং ধীর-স্থির। আমার সাজান বক্তৃতার সব-গুলি ভাল কথা বরং আরও অধিক উত্তম কথা তিনি ভাষণে সমাবেশ করিলেন।

আনছারদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, আপনাদের বৈশিষ্ট্য যাহা কিছু উল্লেখ করিয়াছেন বাস্তবিকই আপনারা তাহার অধিকারী, কিন্তু খেলাফৎ বা শাসন-ক্ষমতা একমাত্র কোরায়েশদের পক্ষেই শোভনীয়। কারণ, সমগ্র আরবের লোকগণ

বংশ-মর্য্যাদা এবং মক্কা দেশের মর্য্যাদার দরুণ তাহাদিগকে সর্ব্বোত্তম গণ্য করিয়া থাকে। সুতরাং ওমর বা আবু ওবায়দাহ—এই দুইজনের একজনকে খলীফা নির্ব্বাচতি করা আমি আপনাদের পক্ষে ভাল মনে করি।

ওমর(রাঃ) বলেন, আবুবকরের বক্তৃতার সব কথাই আমার নিকট অতি উত্তম ছিল, কিন্তু এই একটি কথা আমার নিকট অতিশয় না-পছন্দ ছিল। আমার কোন প্রকার গোনাহ না হয় এই ভাবে আমার গলা কাটিয়া ফেলা আমার নিকট তদপেক্ষা শ্রেয় যে, আমি আবুবকরের বিদ্যমান থাকাবস্থায় লোকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করি।

এই কথাবার্ত্তার মধ্যে মদিনাবাসী আনছারদের পক্ষ হইতে একটি লোক দাঁড়াইয়া বলিল, আমি এই বিতর্কের চূড়ান্ত মিমাংসা পেশ করিতেছি এই যে, আমাদের মদিনাবাসীদের হইতে একজন খলীফা হইবে এবং কোরায়েশদের হইতে একজন খলীফা হইবে। এই কথার উপর অধিক বিতর্ক এবং হট্টগোল আরম্ভ হইয়া গেল, এমনকি পরস্পর বিভেদ সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিল। তখন আমি আবুবকরকে অনুরোধ করিলাম, আপনি হাত বাড়াইয়া দিন; আমরা আপনার হাতে হাত দিয়া বায়য়া'ত ও অঙ্গিকার করতঃ আপনাকে খলীফা মনোনীত করি। আবুবকর সম্মত হইলেন এবং আমি তথায় উপস্থিত মোহাজেরগণ সহ সকলে তাঁহার হাতে বায়য়া'ত করিলাম, অতঃপর উপস্থিত আনছারগণও বায়য়া'ত করিলেন। এই ভাবে আমরা তথায় উপস্থিত প্রস্তাবিত খলীফা—সায়াদ ইবনে ওবায়দার উপর অগ্রগামী হইতে সক্ষম হইলাম। তখন উপস্থিত একজন লোক বলিয়া উঠিল, তোমরা সায়াদ ইবনে ওবায়দার সর্ব্বনাশ করিয়াছ। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি তাহাকে বলিলাম, যাহা কিছু হইয়াছে তাহা আল্লাহ তায়ালাই করিয়াছেন।

ওমর (রাঃ) এই বিস্তারিত বিবৃতি প্রদান করিয়া বলিলেন, উল্লেখিত পরিস্থিতিতে আবুবকরকে খলীফা মনোনীত করিয়া নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আবুবকরকে খলীফা নির্ব্বাচিত না করিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তথায় অন্য কাউকে খলীফা নির্ব্বাচিত করা হইত। এমতাবস্থায় আমরাও তাহাকে গ্রহণ করিয়া নিলে তাহা হইত আমাদের বিবেচিত উত্তম পন্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। আর বিরোধিতা করিলে তাহা হইত ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলার কারণ।

(এইরূপ জরুরী অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় বাধ্য হইয়া মোসলমানদের হইতে পুরাপুরী পরামর্শ গ্রহণের পুর্ব্বে আবুবকরকে খলীফা নির্ব্বাচিত করিয়া নেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু) অন্য কোন ব্যক্তিকে মোসলমানগণের পরামর্শ গ্রহণ ব্যতিরেকে খলীফা মনোনীত করা হইলে সেই খলীফা এবং তাহাকে মনোনয়ন দানকারীর অনুসরণ করা যাইবে না; অচিরেই তাহারা উভয়ে প্রাণ হারাইবে।

খোলাফা-রাশেদীনের যুগে

ভোটদান-দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা ঃ

সকল দেশ ও জাতির মধ্যেই ভোটাধীকার তথা ভোট দানের দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। নির্ব্বিচারে সকলের ভোট গ্রহণ কোন দেশেই আবশ্যকীয় গণ্য করা হয় না, বরং ঐরূপ ক্ষমতাও প্রদান করা হয় না। যেমন বর্ত্তমান গণতন্ত্রের গলাবাজদের শাসনতন্ত্রেও বাইশ বা উহার কম-বেশ বৎসর বয়সের শর্ত্ত আরোপ করিয়া কোটি কোটি মানুষকে ভোটদানের অযোগ্য করিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন দেশেত আরও অধিক সঙ্কীর্ণ নীতি আরোপ করা হয়।

ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত শাসন নীতিতে যেহেতু প্রেসিডেন্ট শুধু কেবল জনগণের প্রতিনিধি বা তাহাদের কার্য্য পরিচালক গণ্য হইয়া থাকেন, তাই সেই নীতিতে ভোটাধীকার সংরক্ষণে ভোটদাতাদের পরিপক্ক যোগ্যতার জন্য সেই দৃষ্টিতেই শর্ত্ত আরোপ করা হইয়া থাকে। ইস্‌লামের দৃষ্টিতে খলীফা বা প্রেসিডেন্ট শুধু জনগণের কার্য্য পরিচালকই নহেন, বরং সর্ব্বাগ্রে তিনি হইবেন মহান আল্লাহ্ ও আল্লার রসুলের পক্ষে আল্লার বিধান ও রসুলের আদর্শ জনগণের মধ্যে জারি ও প্রয়োগকারী। অর্থাৎ বিধানকর্ত্তা হইলেন আল্লাহ তায়ালা, আইন ও বিধান নির্দ্ধারণের সর্ব্বভৌম অধিকার হইল আল্লাহ তায়ালার এবং তিনি তাহা স্বীয় রসুলের মারফৎ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন; রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহা জারিও করিয়া গিয়াছেন। এখন মোসলমানদের মধ্যে যিনি খলীফা বা প্রেসিডেন্ট হইবেন তিনি আল্লাহ ও আল্লার রসুলের স্থলে তথা তাঁহাদের পক্ষে উক্ত বিধান জারি ও প্রয়োগকারী হইবেন। এই সূত্রেই ইস্‌লামী পরিভাষায় প্রেসিডেন্টকে "খলীফা" বলা হয়—খলীফা অর্থ স্থলাভিষিক্ত; তিনি হন আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের খলীফা। সুতরাং ইস্‌লামের নীতিতে ভোটদাতাদের পরিপক্ক যোগ্যতা লাভের উদ্দেশ্যে ভোটাধীকার সংরক্ষণের বেলায় আল্লার বিধান ও রসুলের আদর্শ সম্পর্কীয় জ্ঞান এবং সেই আদর্শের আমলী-জেন্দেগী তথা উক্ত আদর্শে গঠিত ও পরিচালিত জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গিকে অধিক মর্য্যাদা প্রদান করা হইয়াছে এবং ভোট-গ্রহণ কার্য্য এই দৃষ্টির উপরই পরিচালিত করা হইয়াছে।

খোলাফা-রাশেদীনগণের যুগে ইস্‌লামের কেন্দ্রীয় স্থল ছিল মদিনা-মোনাওয়ারাহ্ এবং মদিনাবাসীদের মধ্যে উল্লেখিত যোগ্যতা সর্ব্বাধিক ছিল, তাই তাঁহাদের প্রতি সকল মোসলমানদের পূর্ণ আস্থা ছিল। সেই সূত্রেই তখন মদিনাবাসীদের ভোট বিশেষতঃ তাঁহাদের সর্ব্বাধিক আস্থাভাজন লোকদের ভোটের দ্বারাই কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইয়াছে এবং মোসলমানগণ বিনা দ্বিধায় উহা গ্রহণ করিয়ানিয়াছে।

আবুবকরের খেলাফৎ কাল ঃ

এসম্পর্কে পূর্ণ হিসাব নির্দ্ধারণকারীদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রহিয়াছে—কাহারও মতে ২ বৎসর ২ মাস ২৫ দিন, কাহারও মতে ২ বৎসর ৩ মাস ২০ দিন, কাহারও মতে ২ বৎসর ৪ মাস। মোট কথা দুই বৎসরের অধিক প্রায় আড়াই বৎসর কাল তিনি খেলাফৎ করিয়াছিলেন।

১৩শ হিজরী সনের জোমাদাল-ওখ্‌রা মাসের ২২ বা ২৩ তারিখে ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৬৩ বা ৬৫ বৎসর ছিল।

ওমর-ইবনুল-খাত্তাব (রাঃ)

১৮২৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, যেন আমি একটি কূপের কিনারায় দাঁড়াইয়া চরখির সঙ্গে লট্‌কান ডোল দ্বারা কূপ হইতে পানি উঠাইতেছি। এমতাবস্থায় আবুবকর তথায় উপস্থিত হইল এবং সে ঐ ডোলটি আমার নিকট হইতে নিজ হাতে নিয়া পানি উঠাইল, (কিন্তু বেশী উঠাইতে পারিল না,) শুধু মাত্র এক বা দুই ডোল পানি সে উঠাইল—তাহাও অতি ধীরে মন্থর গতিতে। (কিন্তু এত কষ্ট সহিষ্ণুতার সহিত তিনি উহা উঠাইলেন যে, তদ্দারা) আল্লাহ তায়ালা তাঁহার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া (তাঁহার মর্ত্তবা বাড়াইয়া) দিবেন।

তারপর ওমর তথায় পৌঁছিল এবং ঐ ডোলটি তাহার হাতে লইল। ওমরের হাতে আসিয়া ডোলটি অতি বড় আকারের হইয়া গেল এবং ওমর বিদ্যুত গতিতে অতিশয় শক্তি, বল ও বিশেষ দক্ষতার সহিত পানি উঠাইতে লাগিল—ঐরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্য চালাইতে পারে এমন কোন পারদর্শী মানুষই আমি দেখি নাই। ঐভাবে ওমর এত অধিক পানি উঠাইল যে, সকল মানুষ উহা পানে তৃপ্ত হইল এবং তাহাদের যানবাহন উটগুলিও পানি পানে তৃপ্ত হইয়া শুইয়া পড়িল।

ব্যাখ্যা—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া খেলাফত-কার্য্য পরিচালনার কাল ও অবস্থা এই স্বপ্নে দেখান হইয়াছিল। হযরত (দঃ) যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন বাস্তবে তাহাই ঘটিয়াছিল। আবুবকরের খেলাফত কাল এক ও দুই বৎসর কাটিয়া পূর্ণ তিনের সংখ্যায় পৌঁছিতে পারে নাই এবং ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তনও কোন উল্লেখযোগ্যরূপে সম্প্রসারিত হইতে পারে নাই এবং হযরতের ইহজগত ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের উপর শত্রুদের ভয়ানক আক্রমন আশঙ্কা এবং মোসলমানদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তির দরুন এক

ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। আবুবকর (রাঃ) ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার সহিত এমন বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ়তার সাথে ঐসব পরিস্থিতির মোকাবিলা করিয়াছিলেন যে, বাস্তবিকই তিনি আল্লার নিকট বড় মর্ত্তবা ও মর্য্যাদা লাভের যোগ্য সাব্যস্ত হইয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে খেলাফত আসিলে পর ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তন অনেক বড় হইয়া যায় এবং বিদ্যুৎ গতিতে উহা সম্প্রসারিত হইতে থাকে। তিনি দীর্ঘ দশ বৎসর কাল খেলাফত চালাইয়া ছিলেন এবং সুযোগ-সুবিধা এমন পাইয়াছিলেন যে, অতিশয় শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু পরিচালনা স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। এমনকি রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষ আদল-ইন্‌সাফ ও ন্যায়-নিষ্ঠতার মধ্যে আরাম উপভোগের সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

১৮২৬। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর লাশ খাটের উপর রক্ষিত হইলে পর লোকজন উহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা তাঁহার জন্য দোয়া ও মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল ; আমিও তাহাদের মধ্যেই ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার পেছন দিক হইতে আমার কাঁধে হাত রাখিল ; ফিরিয়া দেখিলাম, তিনি আলী (রাঃ)। তিনি ওমর (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার উপর রহমত নাজিল হওয়ার দোয়া করিলেন এবং বলিলেন, যে ব্যক্তির আমলের ন্যায় আমল লইয়া আল্লার দরবারে হাজির হইবার আকাঙ্খা করিতে পারি ঐরূপ ব্যক্তি আপনার পরে আর কেহ নাই। কসম খোদার—আমি পূর্ব্ব হইতেই ধারণা করিয়াছিলাম যে, আপনি আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী বন্ধুদ্বয় রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবুবকর (রাঃ)-এর সঙ্গেই স্থান লাভ করিবেন। কারণ, আমি অধিক সময় হযরত (দঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি নিজের সঙ্গে আবুবকর ও আপনাকে জড়াইয়া কথা বলিতেন। যেমন—তিনি বলিতেন, আমি এবং আবুবকর ও ওমর যাইব, আমি এবং আবুবকর ও ওমর প্রবেশ করিব, আমি এবং আবুবকর ও ওমর বাহির হইব, ইত্যাদি।

১৮২৭। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওহোদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করিলেন ; তাঁহার সঙ্গে ছিলেন আবুবকর, ওমর ও ওসমান (রাঃ)। তাঁহাদের অবস্থানে পাহাড়টি কম্পিত হইয়া উঠিল ; তখন হযরত (দঃ) পায়ের দ্বারা উহাকে আঘাত করিয়া বলিলেন, হে ওহোদ ! স্থির থাক। তোমার উপর একমাত্র নবী, ছিদ্দীক ও শহীদ শ্রেণীর লোকই রহিয়াছেন। (শহীদ বলিতে ওমর এবং ওসমান (রাঃ) উদ্দেশ্য ছিলেন।)

১৮২৮। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, কেয়ামত কবে কায়েম হইবে ? হযরত (দঃ) তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি কেয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি

করিয়াছ? সে ব্যক্তি আরজ করিল, উহার জন্য আমার নিকট বিশেষ কোন পুঁজি নাই, তবে আমি খাঁটিভাবে আমার অন্তরে আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের মহব্বত রাখি। তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি যাঁহার প্রতি মহব্বত রাখিবে কেয়ামতের দিন তুমি তাঁহার সঙ্গ লাভ করিতে পারিবে।

আনাছ (রাঃ) বলেন, হযরতের এই সুসংবাদ যে, তুমি যাহার প্রতি মহব্বত রাখিবে কেয়ামতের দিন তাহার সঙ্গ লাভ করিবে—ইহা দ্বারা আমরা এত সন্তুষ্টি লাভ করিয়াছি যে, অন্য কোন কিছুতে আমরা তত সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারি নাই।

আনাছ (রাঃ) আরও বলেন যে, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি মহব্বৎ রাখি এবং আবুবকর ও ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি মহব্বত রাখি; এই অছিলায় আশাকরি আমি তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিতে পারিব যদিও তাঁহাদের সমান আমল করিতে পারি নাই।

১৮২৯। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মত—বনী ইসরাইলদের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর লোক ছিলেন যাঁহারা নবী ত ছিলেন না, কিন্তু "মোহাদ্দাছ" ছিলেন। আমার উম্মতের মধ্যে ঐ শ্রেণীর লোক (এই যুগে) কেউ হইয়া থাকিলে ওমর হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—ওহীর ন্যায় অকাট্য ও সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য ফেরেশতার আগমন, সাক্ষাৎ ও উপস্থিতি ব্যতিরেকে ফেরেশতার অন্য কোন প্রকার মধ্যস্থাতায় উর্দ্ধ জগতের কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কীয় বাণী প্রাপ্ত ব্যক্তিকে "মোহাদ্দাছ" বলা হয়। নবুয়তের মর্ত্তবা ইহার অনেক উর্দ্ধে, কারণ উহা (নবুয়ত) অকাট্য এবং নবীর সম্মুখে ফেরেশতার আগমন ও উপস্থিতি নবীর জন্য সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্যরূপে হইয়া থাকে, অবশ্য মোহাদ্দাছ হওয়া কাশ্‌ফ্‌ ও এল্‌হাম প্রাপ্তির উর্দ্ধের মর্ত্তবা।

১৮৩০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়া থাকিতেন, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি তাহার বকরি-দল চরাইতেছিল, হঠাৎ বাঘ আসিয়া উহা হইতে একটি বকরি ধরিয়া নিয়া গেল। লোকটি বাঘের পেছনে ধাওয়া করিল এবং উহার মুখ হইতে বকরিটি ছিনাইয়া নিল। তখন বাঘটি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, যেই দিন হিংস্র জন্তুর রাজত্ব চলিবে এবং আমরাই এই বকরিদের মুরব্বি হইয়া দাঁড়াইব সেইদিন কে ইহাকে আমাদের হইতে রক্ষা করিবে?

ঘটনা শ্রবণে উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল (যে, বাঘ মানুষের ন্যায় কথা বলিয়াছে।) হযরত নবী (দঃ) তখন বলিলেন, (আল্লাহ তায়ালা বাঘকেও বাকশক্তি দান করিতে পারেন—) ইহার প্রতি আমি ঈমান রাখি ও বিশ্বাস স্থাপন করি এবং আবুবকর ও ওমর ইহার প্রতি ঈমান রাখে। (তাঁহাদের সম্পর্কে হযরতের পূর্ণ ভরসা

থাকায় তিনি নিজের পক্ষ হইতে এই কথা বলিয়া দিলেন,) অথচ তাঁহারা কেহই তথায় উপস্থিত ছিলেন না।

ব্যাখ্যা—বাঘটি যেই সময়ের কথা বলিয়া ছিল সেই সময়টি কাহারও মতে কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়—যখন নানাপ্রকার বিভিষিকাপূর্ণ হাল-অবস্থার দরুন মানুষ দুনিয়া এবং দুনিয়ার দৌলত ও সম্পদ হইতে বীতশ্রদ্ধ ও বৈরী ভাবাপন্ন হইয়া যাইবে। তখন এইসব পশুপালের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি কোনই মনোযোগ থাকিবে না, ফলে পশুপালকে হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষা করার প্রতি কেহ লক্ষ্যও করিবে না।

১৮৩১। হাদীছ ঃ—মেছওয়ার ইবনে মাখ্‌রামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমর (রাঃ) আততায়ীর হস্তে খঞ্জর বিদ্ধ হইয়া ভীষণভাবে আহত হইলে পর ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্য বলিতে লাগিলেন, হে আমিরুল-মোমেনীন! যদি ইহাতে আপনার মৃত্যু হইয়াও যায় তবুও আপনার জন্য ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই।

আপনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী এবং আপনি হযরতের ছোহবতের—সাহচর্য্যতার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য উত্তমরূপে আদায় করিয়াছেন এবং তাঁহার বিদায়কালে তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। অতঃপর আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গেও সেইরূপে চলিয়াছেন এবং তাঁহার বিদায়কালেও তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। অতঃপর তাঁহাদের সঙ্গী সহচারীগণের সঙ্গেও আপনি সেইরূপেই চলিয়াছেন, এখন যদি আপনি তাঁহাদের হইতে বিদায় গ্রহণ করেন তবে এমন অবস্থায় বিদায় গ্রহণ করিবেন যে, তাঁহারা সকলেই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ও অনুরাগী রহিয়াছেন।

ওমর (রাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, তুমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্য্যতা ও তাঁহার সন্তুষ্টি সম্পর্কে যাহা উল্লেখ করিয়াছ উহা আমার প্রতি করুণাময় আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ কৃপা ও দান ছিল। তদ্রূপই যাহা আবুবকর (রাঃ) সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছ। আর আমার মধ্যে যেই অস্থিরতা দেখিতেছ তাহা হইতেছে তোমার এবং তোমার ন্যায় সর্ব্বসাধারণ লোকদের সম্পর্কে। (অর্থাৎ যাহাদের দায়িত্ব আমার স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল। ওমর (রাঃ) ভয় করিতেছিলেন যে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করিতে পারিয়াছিলাম কি না? এবং এসম্পর্কে আমি আল্লার দরবারে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া বসি না কি? এই ভয়ে তিনি এতই ভীত ছিলেন যে, তিনি বলেন,) দুনিয়া ভরা পরিমাণ স্বর্ণ আমার হইলে উহাও আমি ব্যয় করিয়া দিতাম আল্লার আজাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য—সেই আজাব আমার চোখের সামনে আসিবার পূর্ব্বেই।

১৮৩২। **হাদীছ ঃ**— আবদুল্লাহ ইবনে হেশাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম ; আমরা দেখিয়াছি, হযরত (দঃ) ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাত ধরিয়া চলিতেছিলেন।

খলীফা পদে ওমর (রাঃ) ঃ

ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খলীফা নির্ব্বাচিত হইতে মোটেই কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল না। আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরেই ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ব্যক্তিত্ব সমস্ত মোসলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অবধারিত ছিল। আবুবকর (রাঃ) তাঁহার অন্তিম শয্যায় মদিনার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত সুদীর্ঘ পরামর্শের দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত করতঃ ওমর (রাঃ)কে খলীফা নির্ব্বাচন করার ঘোষণাটি অছিয়তরূপে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইন্তেকালের পর মোসলমাগণ বিনা দ্বিধায় তাঁহার অছিয়তকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাঁহার খেলাফতকাল ১০ বৎসর ৪ মাস ছিল (রওজাতুল-আহাব ২—৬৬) এবং হিঃ ২৩ সনে মহরম মাসের ১লা ইহজগত ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ৬৩ বা ৫৮ বা ৫৫ বা ৫৪ ছিল।

(রওজাতুল-আহবাব ২—৫১

ওসমান-ইবনে-আফ্‌ফান (রাঃ)

১৮৩৩। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে আমাদের—সর্ব্বসাধারণ মোসলমানদের মধ্যে এই বিষয়টি স্থিরকৃত ছিল যে, আমরা আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমকক্ষ কাহাকেও গণ্য করিতাম না, তাঁহার পরেই ওমর (রাঃ) এবং তাঁহার পরেই ওসমান (রাঃ)। তাঁহার পর অন্যান্যদের মর্ত্তবা সম্পর্কে কাহারও কোন মন্তব্য ছিল না। (ইহা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর উক্তি।)

খলীফারূপে তাঁহার নির্ব্বাচন ঃ

১৮৩৪। **হাদীছ ঃ**- আম্‌র্ ইবনে মাইমুন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফাতুল-মোসলেমীন ওমর (রাঃ) আততায়ীর হাতে আহত হইলে পর যখন তাঁহার অন্তিম সময় উপস্থিত হইল তখন তাঁহার কন্যা উম্মুল-মোমেনীন হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ) কতিপয় মহিলা সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ; আমরা পূর্ব্ব হইতে তথায় বসিয়াছিলাম ; তাঁহাদিগকে দেখিয়া অমরা তথা হইতে উঠিয়া গেলাম। তখন তাঁহারা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকটে আসিলেন এবং হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ) কান্নাকাটা আরম্ভ করিলেন। এমতাবস্থায় এক দল পুরুষ তথায় উপস্থিত হওয়ার

অনুমতি চাহিল, সেমতে হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ) আন্দর মহলে চলিয়া গেলেন ; আমরা পুরুষ দল ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হইলাম। আন্দর মহল হইতে হাফ্‌ছাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হার ক্রন্দন শব্দ শুনা যাইতেছিল। উপস্থিত লোকগণ সকলেই ওমর (রাঃ)কে অনুরোধ করিলেন, তাঁহার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করার জন্য। ওমর (রাঃ) বলিলেন, কতিপয় লোক যাঁহাদের প্রতি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিশেষরূপে সন্তুষ্ট থাকাবস্থায় বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন—ঐ লোকগণের তুলনায় অন্য কাহাকেও আমি এই কাজের যোগ্য মনে করি না। এই বলিয়া তিনি আলী (রাঃ), ওসমান (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ), তাল্‌হা (রাঃ), সায়া'দ ইবনে আবী অক্কাস্ (রাঃ) এবং আবদুর রহমান ইবনে আইফ (রাঃ)—ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ করিলেন। আর (লোকদের অভিপ্রায়ের উত্তরে স্বীয় পুত্র সম্পর্কে) বলিলেন, আবদুল্লাহ-ইবনে-ওমর তোমাদের পরামর্শে উপস্থিত থাকিবে, কিন্তু খলীফা হওয়া সম্পর্কে তাহার কোনই সুযোগ থাকিবে না ; আবদুল্লাহ (রাঃ)কে এতটুকু মাত্র সুযোগও শুধু তাঁহার মন রক্ষার্থে দিয়াছিলেন।

ওমর (রাঃ) আরও বলিলেন, উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যদি সায়া'দ ইবনে আবী অক্কাস খলীফা নির্ব্বাচিত হন তবে ত ভালই, নতুবা যে-ই খলীফা নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহার কর্ত্তব্য হইবে সায়া'দ হইতে সাহায্য গ্রহণ করা। আমি যে, সায়া'দকে (কুফার গভর্ণর পদ হইতে) অপসারিত করিয়াছিলাম তাঁহার অকর্ম্মণ্যতা বা খেয়ানত ও অসাধুতার কারণে করিয়াছিলাম না।

ওমর (রাঃ) আরও বলিলেন, আমার পরে যিনি খলীফা হইবেন তাঁহাকে আমি বিশেষরূপে অছিয়ত করিয়া যাইতেছি যে, তিনি যেন ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার মোহাজের ব্যক্তিবর্গের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন এবং তাঁহাদের ইজ্জত ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলেন। আর আমি তাঁহাকে আনছারগণ সম্পর্কেও বিশেষ অছিয়ত করিতেছি—যাঁহারা মোহাজেরগণের আগমনের পূর্ব্ব হইতেই এই মদিনা শহরে বসবাস করিতেছিলেন এবং এই দেশে ঈমান-ইসলামকে স্থান দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—সেই আনছারগণের ভাল কার্য্যাবলীর যেন কদর করা হয় এবং তাঁহাদের দোষ-ত্রুটি যেন ক্ষমার চোখে দেখা হয়। আর আমি আমার পরবর্ত্তী খলীফাকে এই অছিয়তও করিতেছি যে, তিনি যেন রাষ্ট্রের অন্যান্য শহর-বন্দরের অধিবাসীদের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দান করেন। কারণ, ঐসব লোক হইতেছে ইসলামের সাহায্যকারী এবং (ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য) অর্থ সংগ্রহকারী এবং শত্রুদের চোখের কাঁটা। বিশেষরূপে তাহাদের সম্পর্কে খেয়াল রাখিবে যে, (রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স আদায়কালে) তাহাদের আবশ্যকাতিরিক্ত ধন না থাকিলে যেন তাহাদের

হইতে কিছু আদায় করা না হয় এবং আবশ্যকাতিরিক্ত ধন হইতেও যেন এইভাবে আদায় করা হয় যাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট থাকে।

ওমর (রাঃ) আরও বলিলেন, আমি আমার পরবর্ত্তী খলীফাকে এই অছিয়তও করিতেছি, তিনি যেন পল্লী অঞ্চলের লোকদের প্রতিও লক্ষ্য রাখেন; আরবের পল্লীবাসীগণ হইতেছে আরবের মূল ও খাঁটী অধিবাসী এবং ইসলামের বিশেষ সাহায্যকারী। তাহাদের সামর্থবান লোকদের হইতে কিছু আদায় হইলে তাহা যেন তাহাদেরই গরীব দরিদ্রদের মধ্যে ব্যয় করা হয়। আমি তাঁহাকে আরও অছিয়ত করিতেছি—আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের (তথা শরীয়তের) বিধানমতে যাহাদের জান-মাল রক্ষার জিম্মাদারী লওয়া হইয়াছে (অর্থাৎ নাগরিকত্ব প্রাপ্ত সংখ্যালঘু) তাহাদেরে নাগরীকত্বের সুযোগ-সুবিধা যেন পূর্ণরূপে প্রদান করা হয় এবং তাহাদের জান-মাল রক্ষার্থে প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ পরিচালনা করিবে এবং রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স আদায়ের বেলায় তাহাদের সহজ-সাধ্যের অতিরিক্ত তাহাদের উপর চাপানো যাইবে না।

তারপর যখন ওমর (রাঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন তখন তাঁহাকে তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার মুরব্বিদ্বয়ের সঙ্গে দাফন করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহার দাফন কার্য্য হইতে অবসর হইয়া পূর্ব্বোল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হইলেন। তখন তাঁহাদের মধ্য হইতে আবদুর রহমান ইবনে আ'উফ (রাঃ) এই প্রস্তাব করিলেন যে, ছয় জনের মধ্যে একজন অপরজনকে স্বীয় ক্ষমতা অর্পণ করতঃ মূল বিষয়ের মীমাংসা তিন জনের উপর ন্যাস্ত করা হউক। সেমতে যোবায়ের (রাঃ) বলিলেন, আমি আমার ক্ষমতা আলী (রাঃ)কে অর্পণ করিলাম; তাল্‌হা (রাঃ) বলিলেন, আমি আমার ক্ষমতা ওসমান (রাঃ)কে অর্পণ করিলাম; সায়া'দ (রাঃ) বলিলেন, আমি আমার ক্ষমতা আবদুর রহমান (রাঃ)কে অর্পণ করিলাম।

অতঃপর আবদুর রহমান (রাঃ) দ্বিতীয় প্রস্তাবে আলী ও ওসমান (রাঃ)কে বলিলেন, আপনাদের মধ্যে কে আছেন যিনি রাষ্ট্র নায়ক হইবেন না বলিয়া স্বীকৃতি দিতে পারেন! আমরা তাঁহাকেই রাষ্ট্রনায়ক নিয়োগের ক্ষমতা অর্পণ করিব; তিনি শপথ করিবেন যে, তিনি অবশ্য মহান আল্লাহ এবং ইসলামের দৃষ্টি-তলে থাকিয়া নিজেদের মধ্যে তাহার বিবেচনা অনুযায়ী প্রকৃত সর্ব্বোত্তম ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিবেন।

ওসমান ও আলী (রাঃ) উভয়েই এই প্রশ্নের উত্তরে চুপ রহিলেন। তখন আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, আমি নিজে রাষ্ট্রনায়ক হইব না বলিয়া স্বীকৃতি দিতেছি—এই শর্ত্তে আপনারা আমাকে নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দিতে পারেন কি? আমি আল্লাহকে হাজির নাজির জানিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি আমাদের মধ্য হইতে সর্ব্বোত্তম ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিতে কোন প্রকার ত্রুটি করিব না। ওসমান ও আলী (রাঃ) এই কথার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জ্ঞাপন করিলেন।

*খলীফা নির্ব্বাচন প্রসঙ্গ যখন আবদুর রহমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর উপর অর্পিত হইল তখন (হইতে তিন রাত্র) সকল লোকই নিজ নিজ বক্তব্য, পরামর্শ ও ধারণা-খেয়াল তাঁহারই নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিল। এই অবস্থায়ই ঐ রাত্র কয়টি অতিবাহিত হইল। এমনকি যেই রাত্রের ভোরবেলা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নির্ব্বাচন সমাপ্ত হইল—ঐ রাত্রে আবদুর রহমান (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী মেস্‌ওয়ার ইবনে মাখ্‌রামাহ রাজিয়াল্লাহু আনহুর গৃহে আসিলেন। মেস্‌ওয়ার (রাঃ) বলেন, তিনি আমার বাড়ী উপস্থিত হইয়া গৃহ দ্বারে করাঘাত করিলেন; আমি নিদ্রা হইতে জাগিয়া গেলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, আপনি ত নিদ্রায় আছেন! আমি কিন্তু খোদার কসম—এই রাত্র কয়টিতে বিশেষ নিদ্রা যাইতে পারি নাই। এই বলিয়া যোবায়ের (রাঃ) এবং সায়া'দ (রাঃ)কে ডাকিয়া আনার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করিলেন। আমি তাঁহাদেরকে ডাকিয়া আনিলাম। তাঁহাদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করিলেন। অতঃপর আলী (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিবার আদেশ করিলেন। আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলাম। আবদুর রহমান (রাঃ) তাঁহার সঙ্গে গভীর রাত পর্য্যন্ত গোপন আলাপ করিলেন। অতঃপর আলী (রাঃ) আলাপ শেষ করিয়া তথা হইতে উঠিয়া গেলেন; তাঁহার ধারণা হইতেছিল, হয়ত তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করিবেন। আবদুর রহমান (রাঃ) আলী (রাঃ) সম্পর্কে কিছু আশঙ্কা করিতেছিলেন (যে, তিনি অন্য কাউকে খলীফা স্বীকার করিবেন কি-না।) অতঃপর আবদুর রহমান (রাঃ) আমাকে আদেশ করিলেন, ওসমান (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিবার জন্য। আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলাম, তিনি তাঁহার সঙ্গেও গোপন আলাপ আরম্ভ করিলেন এবং ফজরের নামাযের আজান হওয়া পর্য্যন্ত আলাপ আলোচনা করিলেন।

ফজরের নামায শেষ হইলে পর পূর্ব্বোল্লেখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ—ছয়জন মিম্বারের নিকট একত্রিত হইয়া বসিলেন এবং মদিনায় উপস্থিত সকল মোহাজের ও আনছারগণের নিকট উপস্থিতির জন্য সংবাদ দিলেন। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন এলাকার গভর্ণরগণকেও সংবাদ পাঠাইলেন, তাহারা সকলেই এইবার হজ্জ করিতে আসিয়াছিলেন এবং এই উপলক্ষে মদিনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তথায়ই ছিলেন।

যখন সকলে একত্রিত হইল তখন আবদুর রহমান (রাঃ) আলী (রাঃ)কে হাত ধরিয়া নির্জ্জনে নিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আপনার নিকটতম আত্মীয়তা রহিয়াছে এবং আপনি যে কত আগে ইসলামকে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও আমি অবগত আছি, সেমতে

---

* এখান হইতে যে বিষয়বস্তু বর্ণিত হইল তাহা বোখারী শরীফ ১০৭০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আলোচ্য বিষয় সম্পর্কীয় অন্য একটি রেওয়ায়াতের অনুবাদ।

আপনি আল্লাকে নিজের উপর সাক্ষী রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করুন যে, যদি আমি আপনাকে খলীফা নির্ব্বাচিত করি তবে নিশ্চয় আপনি আদল-ইনসাফ ও ন্যায়-পরায়নতার উপর সুদৃঢ় থাকিবেন এবং যদি ওসমান (রাঃ)কে খলীফা নির্ব্বাচিত করি তবে নিশ্চয় আপনি তাহা গ্রহণ করিয়া নিবেন এবং মানিয়া নিবেন।

তারপর আবদুর রহমান (রাঃ) ওসমান (রাঃ)কে নির্জ্জনে নিয়া তাঁহাকেও ঐরূপ বলিলেন। এইভাবে আবদুর রহমান (রাঃ) উভয় হইতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। তারপর তিনি সর্ব্বসমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং কলেমা-শাহাদৎ পাঠ পূর্ব্বক ভাষণ দান আরম্ভ করিলেন। অতঃপর তিনি আলী (রাঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আলী! আমি সর্ব্বসাধারণের অভিমত তলাইয়া দেখিয়াছি, তাহাতে আমি ইহাই দেখিয়াছি যে, তাহারা (খেলাফতের জন্য) ওসমানকেই সকলের উপর স্থান দিয়া থাকে, অন্য কাউকে এই ব্যাপারে তাঁহার সমতুল্য মনে করে না। অতএব আপনি মনের মধ্যে অন্য কোন ভাবধারার অবকাশ দিবেন না; এই বলিয়া আবদুর রহমান (রাঃ) ওসমান (রাঃ)কে বলিলেন, আপনাকে খলীফা-রূপে স্বীকৃতি দান স্বরূপ আমি আপনার হাতে বায়য়া'ত করিতেছি। আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন যে, আপনি আল্লার এবং আল্লার রসুলের এবং তাঁহার উভয় খলীফার অনুসরণে দৃঢ়পদ থাকিবেন। সঙ্গে সঙ্গে সকল মোহাজের, আনসার, গভর্ণর ও সাধারণ মোসলমানগণ এক বাক্যে খলীফারূপে তাঁহার হাতে বায়য়া'ত করিলেন। এতদ্ভিন্ন মদিনার সকল লোকই মসজিদে প্রবেশ করিয়া বায়য়া'ত করিলেন।*

১৮৩৫। হাদীছ ঃ—বিশিষ্ট তাবেয়ী ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে আদী (রঃ) বলেন, মেছওয়ার ইবনে মাখরামাহ্ (রাঃ) এবং আবদুর রহমান ইবনুল আছওয়াদ (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, কোন্ বাধার কারণে আপনি খলীফা ওসমানের সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতা ওলীদ সম্পর্কে কথা বলেন না? লোকেরা তাহার সম্পর্কে অভিযোগ করিতেছে।

ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ইতি মধ্যে খলীফা ওসমান (রাঃ) যখন নামায পড়িতে যাইতে ছিলেন তখন আমি তাঁহার প্রতি অগ্রসর হইলাম এবং বলিলাম, আপনার নিকট আমার একটি আবশ্যক আছে, যাহা আপনারই হিত সম্পর্কে। ওসমান (রাঃ) বলিলেন, দেখ মিঞা! আমি তোমা হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

---

* খলীফারূপে ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নির্ব্বাচন যে কিরূপ গণপ্রিয় ও পাক-পবিত্র ছিল উহার বিস্তারিত বিবরণ বাংলা বোখারী শরীফ শেষ খণ্ড তথা ৭ম খণ্ডের পরিশিষ্টে পাওয়া যাইবে। খলীফা ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে স্বজনপ্রীতির যে জঘণ্য মিথ্যা অপবাদের গুজব সমাজের মধ্যে ছড়ান রহিয়াছে—ইতিহাসের মাধ্যমে উহা খণ্ডনে উক্ত ১০০ পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট সঙ্কলিত হইয়াছে।

এতদশ্রবণে আমি ফিরিয়া আসিলাম এবং নামায পড়িতে গেলাম। নামাযান্তে আমি তাঁহাদের নিকট গেলাম যাঁহারা আমাকে খলীফা ওসমানের নিকট পাঠাইয়া ছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে আমার কথা এবং খলীফা ওসমানের উত্তরও শুনাইলাম। তাঁহারা আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আপনি আপনার কর্ত্তব্য আদায় করিয়াছেন।

আমি তাঁহাদের সহিত বসিয়াই ছিলাম—ইতি মধ্যেই খলীফা ওসমানের পেয়াদা আমার নিকট পৌঁছিল। আমি খলীফা ওসমানের নিকট উপস্থিত হইলাম; তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যে হিতের কথা বলিতে চাহিয়াছিলে সেই কথাটা কি? আমি বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে সত্য দ্বীনের বাহকরূপে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহার উপর কোরআন নাজেল করিয়াছিলেন। আপনি আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের ডাকে সাড়া দানকারীদের একজন। আপনি দ্বীনের জন্য হাব্‌সা ও মদিনা উভয়ের হিজরত করিয়াছেন। আপনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্য্য লাভ করিয়াছেন; হযতের রীতি-নীতি আপনি দেখিয়াছেন। ওলীদ সম্পর্কে লোকেরা নানা রকম কথা বলিতেছে; আপনার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য তাহার শাস্তি-বিধান করা।

ওবায়দুল্লাহ বলেন, ওসমান (রাঃ) আমাকে স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্য্য লাভ করিতে পারিয়াছ কি? আমি বলিলাম, না; তবে হযরতের প্রচারিত এল্‌ম ও জ্ঞান যাহা সকলের নিকটই পৌঁছিয়া থাকে আমার নিকটও পৌঁছিয়াছে। ওসমান (রাঃ) বলিলেন, তোমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার—আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে সত্য ধর্ম্মের বাহক বানাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের ডাকে সাড়া দানকারীদের একজন ছিলাম। আল্লার রসুল যাহা কিছু আল্লার তরফ হইতে নিয়া আসিয়া ছিলেন আমি উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছিলাম এবং আমি দ্বীনের খাতিরে দুইবার হিজরত করিয়াছি—যেরূপ তুমি বর্ণনা করিয়াছ। আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছোহ্‌বত ও সাহচর্য্য লাভ করিয়াছি। হযরতের হাতে বায়য়াত বা জীবন-পণ গ্রহণ করিয়াছি। খোদার কসম—হযরতের নিকট অঙ্গীকার করিয়া সেই অঙ্গীকারের বরখেলাফ কোন কাজ কখনও করি নাই। হযরত (দঃ)কে কখনও কোন ধোকা বা ফাঁকি দেই নাই। হযরতের ইহজীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই সম্পর্কই বজায় রাখিয়াছি। তাঁহার পর খলীফা আবু বকরের সঙ্গেও ঐরূপ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিয়াছি। তাঁহার পর খলীফা ওমরের সঙ্গেও তদ্রূপই। অতঃপর আমাকে খলীফারূপে বরণ করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী খলীফাদের সহিত আমি এবং আমরা সকলে যেরূপ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিয়াছি—আমি কি তোমাদের হইতে ঐরূপ সম্পর্কের অধিকারী ও হক্‌দার নহি?

ওবায়দুল্লাহ বলেন, আমি বলিলাম—নিশ্চয়। ওসমান (রাঃ) বলিলেন, তবে তোমাদের পক্ষ হইতে এই সব নানা রকমের কথাবার্ত্তা আমার বিরুদ্ধে হয় কেন—যাহা আমি শুনিয়া থাকি? ওলীদ সম্পর্কে তুমি যাহা উল্লেখ করিয়াছ ইনশা-আল্লাহ অনতিবিলম্বেই আমি সে সম্পর্কে সঠিক পন্থা অবলম্বন করিতেছি। তারপর আলী (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিলেন এবং ওলীদকে বেত্রদণ্ডের আদেশ করিলেন। তিনি তাঁহাকে ৮০ বেত্রদণ্ডের শাস্তি প্রদান করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—৮০ বেত্রদণ্ডের শাস্তি তথা মদ্য পানের শাস্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। অনেক ইতিহাসবিদ ও মোহাদ্দেছগণের মতে ৪০ বেত্রাঘাতের উপর ক্ষান্ত করা হইয়াছিল—যেরূপ বোখারী শরীফ ৫৪৭ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে। আর অনেকের মতে ৮০ বেত্রদণ্ডই পূর্ণ করা হইয়াছিল, কিন্তু বিরতির সহিত। কিম্বা একত্র দুইটি বেত্রের আঘাত ছিল, যদ্দরুন প্রকাশ্য সংখ্যা চল্লিশ ছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ওলীদ ইবনে ওক্‌বা (রাঃ) একজন ছাহাবী ছিলেন। তিনি ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিয়োজিত কুফার গভর্ণর ছিলেন। কুফার কতিপয় দুষ্কৃতিকারী তাঁহার বিরুদ্ধে মদ্য পানের মিথ্যা অপবাদ এমনভাবে সাজাইয়া ছিল এবং ছড়াইয়া ছিল যে, মিথ্যা অপবাদটাই অনেক ভাল লোকের নিকটও উহা সত্য বলিয়া মনে হইল; অথচ ঘটনা মিথ্যা ছিল। যেমন আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নামে মোনাফেকগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত মিথ্যা অপবাদ হাস্‌সান (রাঃ) হামনা (রাঃ), এমনকি আয়েশা (রাঃ)-এর ঘনিষ্ট আত্মীয় মেসতাহ্ (রাঃ)ও সত্য সাব্যস্ত করিয়া নিয়াছিলেন। সর্ব্বপরি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ও মহা ইতস্ততের মধ্যে দীর্ঘ একমাস কাল কাটিয়াছিলেন। এমনকি আয়েশা(রাঃ)কে ত্যাগ করার বিষয়ে চিন্তা এবং পরামার্শ গ্রহণ করিতে ছিলেন। আলী (রাঃ) আয়েশাকে ত্যাগ করার পক্ষে ইঙ্গিত দিয়া ছিলেন। যদি আকাট্য কোরআনের সুদীর্ঘ ওহী দ্বারা ঘটনার সমাপ্তি না হইত তবে আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ভাগ্যে কি ঘটিত তাহা বোখারী শরীফের হাদীছেই আভাস পাওয়া যায় (হাদীছটি সম্মুখেই আয়েশার আলোচনায় অনুদিত হইবে)। অথচ ঐ অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা ভিত্তিহীন ছিল।

তদ্রূপই ওলীদ-ইবনে-ওকবা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঘটনায়ও মিথ্যা সাজানো এবং প্রচারণার দ্বারা ঐরূপ আকার ধারণ করা বিচিত্র নহে। যদ্দরুণ অনেক ছাহাবী ঘটনাকে সত্য সাব্যস্ত করিয়া নিয়াছিলেন এবং উহার উপর ভিত্তি করিয়া অনেক ইতিহাসেও ঐ ঘটনা স্থান লাভ করিয়াছে। যাহার প্রভাবে অনেক ব্যাখ্যাকার মোহাদ্দেছও ঘটনাকে সত্য আকারেই বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। দুষ্কৃতিকারীরা মিথ্যা সাক্ষীও এমনভাবে গড়াইয়াছিল, ঘটনাকে আইনগত রূপ দানেও তাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছিল। দুষ্কৃতিকারীরা আরও একটি জঘন্যতম এবং ঘৃণিত উদ্দেশ্যের মূলধনও

এই ঘটনা দ্বারা কুড়াইতে ছিল। ওলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ) খলীফা ওসমানের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। মোসলেম জাতির শত্রু মোনাফেক শ্রেণীর একটি সুসংঘবদ্ধ দলের ক্রীড়নকরা খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির ধূয়া উড়াইতে ছিল; তাহারা এই ঘটনা দ্বারা পরিস্থিতি ঘোলাটে করার সুযোগ নিতে ছিল। যদ্দরুন খলীফা ওসমান (রাঃ) অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন; নামাযে যাওয়ার পথে ঐরূপ একটি বিরক্তিকর গুজবের প্রতিই খলীফা ওসমান (রাঃ) অসন্তুষ্টি ও অনিহা প্রকাশ করিয়া ছিলেন। অভিযোগ শুনিবার প্রতি মূলতঃ তাঁহার বৈরীভাব ছিল না, তাই নামায হইতে অবসর হইয়াই অভিযে গ শুনিবার জন্য অভিযোগকারীকে খবর দিয়া আনিলেন। এই ঘটনার সর্ব্বময় বিবরণ সপ্তম খণ্ডের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

পাঠক! বোখারী শরীফের আলোচ্য হাদীছের মর্ম্ম শুধু এতটুকু যে, খলীফা ওসমানের নিকট ওলীদের নামে একটি মকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছিল। সেই মকদ্দমার চূড়ান্ত ফয়ছালায় বিলম্ব হইতেছে ভাবিয়া অনেকের পক্ষ হইতে খলীফার নিকট ওলীদের শাস্তি দাবী করা হইলে খলীফা তাঁহার শাস্তি বিধান করেন।

বোখারী শরীফের হাদীছের এই বর্ণনাটুকু সত্য—ইহাতে অবাস্তব ও অসত্যের লেশমাত্র নাই। কিন্তু ঐ মকদ্দমা সত্য কি মিথ্যা ছিল? মিথ্যা হইলে কি সূত্রে খলীফা উহার উপর শাস্তি দিলেন তাহা ভিন্ন বিষয়। উহারই বিবরণ সপ্তম খণ্ডের পরিশিষ্টে দেখিবেন। মকদ্দমা মিথ্যা ছিল এবং উহার উপর শাস্তি বিধানের হেতু ছিল—এই সব বিষয় বোখারী শরীফের হাদীছের আওতাভুক্ত নহে।

খলীফা ওসমানের খেলাফতকাল প্রায় ১২ বৎসর ছিল। তিনি হিজরী ৩৫ সনে জিলহজ্জ মাসের ১৩ বা ১৮ তারিখে শাহাদত বরণ করিয়াছিলেন; তখন তাঁহার বয়স ৮০, ৮১, ৮২, ৮৪, ৮৬, ৮৯ বা ৯০ বৎসর ছিল। (তারীখুল-খোলাফা ১২৫)

খলীফাতুল-মোছলেমীন আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু

তাঁহার উপনাম ছিল "আবুল হাসান"। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, তুমি আমার অঙ্গ স্বরূপ এবং আমি তোমার অঙ্গ স্বরূপ।

ওমর (রাঃ) আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্কে বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

১৮৩৬। হাদীছ:—এক ব্যক্তি সাহল ইবনে সায়া'দ রাজিয়াল্লাহুর নিকট আসিয়া মদিনার তৎকালীন শাসনকর্ত্তা সম্পর্কে বর্ণনা করিল যে, সে মিম্বারে দাঁড়াইয়া আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর কুৎসা করিয়া থাকে। সাহল (রাঃ) জিজ্ঞাসা

করিলেন, সে কি বলিয়া থাকে? লোকটি বলিল, সে তাঁহাকে কটাক্ষ করিয়া বলিয়া থাকে, "আবু তোরাব"। (যাহার অর্থ "মাটি মাখা" ব্যক্তি।)

এতচ্ছ্রবনে সাহ্‌ল (রাঃ) হাঁসিলেন এবং বলিলেন, তাঁহার ("আবু তোরাব" নাম কি কটাক্ষ করার বস্তু?) এই নাম ত স্বয়ং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্ত্তৃক স্নেহভরে উচ্চারিত নাম এবং আলীর নিকটও এই নামটি সর্ব্বাধিক প্রিয় ছিল।

অতঃপর তিনি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দান পূর্ব্বক বলিলেন, একদা আলী (রাঃ) ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট হইতে (রাগান্বিত হইয়া) বাহিরে চলিয়া গেলেন এবং মসজিদে যাইয়া শুইয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে নবী (দঃ) ফাতেমার গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং আলী (রাঃ)কে খোঁজ করিলেন। ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, তিনি মসজিদে চলিয়া গিয়াছেন।

হযরত নবী (দঃ) মসজিদে তাঁহার নিকট আসিলেন এবং দেখিলেন, তাঁহার পিঠ হইতে চাদরখানা হটিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার পিঠে মাটি লাগিয়া রহিয়াছে। এতদৃষ্টে হযরত (দঃ) তাঁহার পিঠ হইতে মাটি ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং আদর ও সোহাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে "আবু তোরাব"! (ঘুম হইতে) উঠ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আলী (রাঃ) নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অত্যাধিক নৈকট্য ও ভালবাসার অধিকারী ছিলেন। এমনকি নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আমি যাহার ভালবাসার হইব আলীও তাহার ভালবাসার হইবে (তিরমিজী শঃ)।

আবুবকর, ওমর এবং ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুমেরও পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বাল্যকাল হইতেই নবী (দঃ)-এর প্রতিপালনে ছিলেন।

ফাতেমা (রাঃ), হাসান ও হোসায়ন (রাঃ) এবং আলী (রাঃ)কে নবী (দঃ) নিজ পরিবার বলিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট চিহ্নিত করিয়াছিলেন। (মোসলেম শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, মোনাফেক ব্যক্তিই আলীকে ভালবাসিবে না এবং কোন মোমেন আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিবে না। (তিরমিজী শরীফ)

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আলীকে গালি দিবে সে যেন আমাকে গালি দিল। (মেশকাত শরীফ)

নবী (দঃ) দোয়া করিয়াছিলেন—"আয় আল্লাহ! আমাকে যে বন্ধু বানাইবে আলীকেও তাহার বন্ধু বানাইতে হইবে। আয় আল্লাহ! যে আলীকে ভালবাসিবে তুমি তাহাকে ভালবাসিও; যে আলীর শত্রু হইবে তুমি তাহার শত্রু হইও।" (ঐ)

খায়বর-জেহাদে চূড়ান্ত বিজয় অভিযানের পতাকা দান উপলক্ষে নবী (দঃ) এক মহাসৌভাগ্যের ভবিষ্যদ্বাণীর পাত্র আলী (রাঃ)কে বানাইয়াছিলেন যে—"আল্লাহ এবং আল্লার রসুল তাঁহাকে ভালবাসেন। (তৃতীয় খণ্ড খায়বর জেহাদ দ্রষ্টব্য)

তবে মেশকাত শরীফে স্বয়ং আলী (রাঃ) বর্ণিত একখানা হাদীছ আছে। আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী (দঃ) বলিলেন, তোমার সম্পর্কে (পয়গাম্বর) ঈসার একটা দৃষ্টান্তের অবতারণা হইবে। তাঁহার প্রতি ইহুদী জাতির বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছিল এমনকি তাহারা (তাঁহার সম্পর্কে) তাঁহার মাতার প্রতি মিথ্যা গ্লানি করিয়াছে। পক্ষান্তরে খৃষ্টানরা তাঁহাকে এত উর্দ্ধে উঠাইয়াছে যত উর্দ্ধের তিনি নহেন। আলী (রাঃ) বলেন—আমার সম্পর্কেও দুই শ্রেণীর মানুষ ধ্বংস হইবে। এক শ্রেণী অতিরিক্ত মহব্বতের দাবীদার—আমার এমন মর্ত্তবা বয়ান করিবে যাহা আমার নাই। আর এক শ্রেণী আমার প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষনকারী ; আমার প্রতি বিদ্বেষের দরুন আমার নামে মিথ্যা অপবাদ রটাইবে (৫৬৫ পৃঃ)।

আলী (রাঃ) সম্পর্কে আমাদের তথা আহ্‌লে-সুন্নতের আক্বিদা এই যে, তিনি চতুর্থ খলীফা-রাশেদ-বরহক্ব। তাঁহার খেলাফতকাল প্রায় পাঁচ বৎসর ছিল। আবুবকর, ওমর ও ওসমান (রাঃ)—এই তিন জনের পরেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী তিনি।

অবশ্য যে সব ছাহাবী বা ছাহাবীদের অনুসারীগণ তাঁহার সঙ্গে মতবিরোধ করিয়াছেন— যেমন, আশারা-মোবাশ্‌শারা তথা আনুষ্ঠানিকরূপে বেহেশত লাভের ঘোষণাপ্রাপ্ত দশ জনের দুই জন—যোবায়ের (রাঃ) ও তাল্‌হা (রাঃ) এবং নবীজীর প্রিয়তমা মোসলেম-জননী আয়েশা (রাঃ), মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং তাঁহাদের অনুসারী বহু সংখ্যক ছাহাবী ও তাবেয়ী। তাঁহাদের সম্পর্কে আমরা খারাব ধারণা পোষণ করিতে পারিব না, নিন্দা-মন্দ বা দোষ-চর্চ্চার সমালোচনা মোটেই করিতে পারিব না। ঐরূপ ধারণা পোষণ বা সমালোচনা করা হইলে তাহা মস্ত বড় গোনাহ হইবে। ইহা ছাহাবীগণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ; স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ দ্বারা উহার প্রামাণিক আলোচনা এই অধ্যায়ের আরম্ভে করা হইয়াছে।

জা'ফর রাজিয়াল্লাহু আনহু

নবী(দঃ) তাঁহাকে বলিয়াছেন, আকৃতি ও চরিত্রগুণে তুমি আমার অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৮৩৭। হাদীছ ঃ- আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, লোকগণ অভিযোগ করিয়া থাকে যে, আবু হোরায়রা হাদীছ বেশী বয়ান করে। (আমার হাদীছ বেশী বয়ান করার কারণ এই যে,) আমি ভাল খাওয়া, ভাল পরা এবং চাকর চাকরাণী রাখার সামর্থবান হওয়ার পূর্ব্বে কোন প্রকারে পেট পুরিবার ব্যবস্থা হইলেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিতাম। (তাই আমি হাদীছ শুনিবার ও স্মরণ রাখিবার সুযোগ পাইয়াছি অধিক।) আমি কোন কোন সময় ক্ষুধার তাড়নায় কাঁকরময় জমিনের সঙ্গে পেটকে চাপা দিয়া থাকিতাম। কোন

কোন সময় আমি অন্য লোকদের নিকট কোরআনের কোন আয়াত জিজ্ঞাসা করিতাম এই উদ্দেশ্য যে, হয়ত এই অছিলায় কেহ আমাকে তাহার বাড়ী নিয়া খানা খাওয়াইয়া দিবে, নতুবা আমি পূর্ব্ব হইতেই উক্ত আয়াত সম্পর্কে জ্ঞাত আছি।

ঐ সময় দেখিয়াছি, গরীব-মিছকীনদের পক্ষে সর্ব্বাধিক উত্তম ব্যক্তি ছিলেন জা'ফর ইবনে আবু তালেব। তিনি আমার ন্যায় দরিদ্রগণকে স্বীয় গৃহে নিয়া যাইতেন এবং যাহা কিছু তৈয়ার থাকিত খাওয়াইয়া দিতেন। এমনকি কোন কোন সময় তাঁহার গৃহে খাবার কিছু থাকিত না তখন ঘৃত রাখিবার ছোট মশক যাহার মধ্যে ঘৃত শুধু পাত্রের সঙ্গে লাগিয়া থাকার পরিমাণই থাকিত ; তিনি উহাকে ফাড়িয়া ছিন্ন করতঃ আমাদের সম্মুখে রাখিতেন আমরা উহার ঘৃত চাটিয়া খাইতাম।

জা'ফর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ফজিলত বর্ণনায় একখানা বিশেষ হাদীছ তৃতীয় খণ্ডে "মুতার জেহাদ" বিবরণে দ্রষ্টব্য।

আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু

১৮৩৮। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ওমর (রাঃ) বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখিলে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুর দ্বারা "এস্‌তেস্‌কা" তথা বৃষ্টির জন্য দোয়া করাইতেন এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট এই বলিয়া ফরিয়াদ করিতেন—হে আল্লাহ! পূর্ব্বে আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর অছিলায় বৃষ্টি চাহিতাম, তুমি আমাদিগকে বৃষ্টি দান করিতে ; এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার অছিলায় তোমার নিকট বৃষ্টি চাহিতেছি ; তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর। এইরূপ দোয়ার ফলে লোকগণ বৃষ্টি লাভ করিত।

ফাতেমা (রাঃ) এবং আহ্‌লে-বাইত

নবী (দঃ) ফরমাইয়াছেন, বেহেশ্‌তবাসীনী রমণীগণের সর্দ্দার হইবে ফাতেমা।

১৮৩৯। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আবুবকর (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন, (হে মোসলমানগণ!) তোমরা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা ও মহব্বৎ প্রকাশ কর তাঁহার আহ্‌লে-বাইত তথা তাঁহার পরিজনবর্গকে শ্রদ্ধা ও মহব্বৎ করিয়া।

১৮৪০। হাদীছ ঃ—عن مسور بن مخرمة رضى الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني -

অর্থ—মেছওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ফাতেমা আমার (কলিজার) টুক্‌রা; যে কেহ তাহাকে (বিরক্ত করিয়া) রাগান্বিত করিবে সে বস্তুতঃ আমাকে রাগান্বিত করিবে।

হাসান ও হোসাইন (রাঃ)

১৮৪১। হাদীছ ঃ—আবু বক্‌রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী (দঃ) মসজিদের মধ্যে মিম্বারের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, (বালক) হাসান (রাঃ) তাঁহার পার্শে বসিয়াছিলেন। হযরত (দঃ) একবার লোকদের প্রতি তাকাইতেন, আর এক বার হাসানের প্রতি তাকাইতেন; এই অবস্থায় আমি হযরত (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি—তিনি হাসানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, আমার এই দৌহিত্র ছাইয়্যেদ—সর্দ্দার বা শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদা লাভকারী হইবে এবং আশা করা যায় (কোন এক সঙ্কটাপূর্ণ সময়) তাহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদের দুইটি পরস্পর বিরোধী দলের মিমাংসা ও শান্তি স্থাপন করিয়া দিবেন।

ব্যাখ্যা—এস্থলে হযরত (দঃ) হাসান (রাঃ) সম্পর্কে দুইটি ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছিলেন; উভয় ভবিষ্যদ্বানীই অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ীত হইয়াছে। হাসান (রাঃ) দুনিয়াতেও মোসলেম জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত বিশ্ব-মোসলেম তাঁহাকে এই মর্য্যদার সহিতই স্মরণ করিবে, এমনকি বেহেশতের মধ্যেও তাঁহার এই মর্য্যাদা অক্ষুন্ন থাকিবে। হযরত নবী (দঃ)ই বলিয়াছেন—الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة "যুবক শ্রেণীর জান্নাতবাসীদের সর্দ্দার হইবে হাসান ও হোসাইন।" মনে হয়—হযরতের এই উক্তি হইতেই "ছাইয়্যেদ" পদবীর সূত্রপাত। হাসান (রাঃ) ও হোসাইন (রাঃ)-এর বংশধরকে "ছাইয়্যেদ" বলা হইয়া থাকে; ছাইয়্যেদ অর্থ সর্দ্দার বা শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বানীও বাস্তবায়ীত হইয়াছিল যখন মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমর্থনকারীদের দল এবং হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমর্থনকারীদের দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ঘনঘটা মাথার উপর আসিয়া গিয়াছিল তখন সেই বিরোধের মিমাংসা হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ত্যাগ ও উদারতার অছিলায়ই সম্ভব হইয়াছিল।

১৮৪২। হাদীছ ঃ—উসামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে এবং হাসান (রাঃ)কে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া থাকিতেন, اللهم انى احبهما فاحبهما "হে আল্লাহ! আমি এই দুই জনকে মহব্বৎ করিয়া থাকি তুমিও তাহাদেরকে মহব্বৎ কর।

১৮৪৩। **হাদীছ ঃ**—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কাঁধের উপর (বালক) হাসান (রাঃ) ছিলেন। নবী (দঃ) তখন বলিতেছিলেন, হে আল্লাহ! আমি ইহাকে মহব্বৎ করি তুমিও তাহাকে মহব্বৎ কর।

১৮৪৪। **হাদীছ ঃ**—ওকবা ইবনে হারেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি, একদা আবুবকর (রাঃ) (বালক) হাসানকে কোলে উঠাইয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই হাসানের আকৃতি হযরত নবী (দঃ)-এর আকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আলীর আকৃতির সঙ্গে ততটা নহে। আলী (রাঃ) তথায়ই ছিলেন, তিনি হাসিতে ছিলেন।

১৮৪৫। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আকৃতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় আর কেহই ছিলেন না।

১৮৪৬। **হাদীছ ঃ**—একদা এক ব্যক্তি আবদুল্লা ইবনে ওমর (রাঃ)কে এই মছআলাহ জিজ্ঞাসা করিল যে, (হজ্জ বা ওমরার এহ্‌রাম অবস্থায় মাছি মারিয়া ফেলিলে কি হইবে? জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি ইরাকবাসী ছিল—যেই দেশের কারবালা ময়দানে ইমাম হোসাইন (রাঃ)কে শহীদ করা হইয়াছিল। সেই ঘটনার প্রতি কটাক্ষ করিয়া) ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইরাক বাসীগণ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দৌহিত্রকে খুন করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই, এখন তাহারা মাছি মারা সম্পর্কে মছআলাহ জিজ্ঞাসা করে! অথচ হযরত নবী (দঃ) স্বীয় দৌহিত্রদ্বয় (হাসান ও হোসাইন) সম্পর্কে বলিয়াছেন, দুনিয়ার চিজ-বস্তুর মধ্যে আমার জন্য এই দুইটি হইল ফুল স্বরূপ।

বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

১৮৪৭। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন, আবুবকর (রাঃ) আমাদের সর্দ্দার এবং তিনি আমাদের আর এক সর্দ্দারকে আজাদ বা মুক্ত করিয়াছেন; এই দ্বিতীয় সর্দ্দার ছিলেন বেলাল (রাঃ)।

ব্যাখ্যা—বেলালের এই সৌভাগ্য যে, আমীরুল-মোমেনীন ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বেলাল (রাঃ)কে নিজেদের সর্দ্দার বলিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকিতেন।

১৮৪৮। **হাদীছ ঃ**—কায়ছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (নবীজীর তিরোধানের পর) বেলাল (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)কে বলিয়াছিলেন, যদি আপনি আমাকে আপনার নিজের জন্য ক্রয় করিয়াছিলেন তবে আমাকে আপনার নিকট থাকিতে বাধ্য করিতে পারেন। আর যদি আল্লার ওয়াস্তে আমাকে ক্রয় করিয়াছিলেন তবে আমাকে

আল্লার রাস্তায় কাজ করার জন্য ছাড়িয়া দেন (কোথাও জেহাদে আত্মনিয়োগ করিব। কারণ, আমি রসুলুল্লাহ (দঃ) বিহীন মদিনায় অবস্থান করিতে পারিব না। রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর স্থানকে শূন্য দেখা আমার পক্ষে সহনীয় নহে।)

ব্যাখ্যা—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহজগৎ ত্যাগের পর বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর শোকের প্রতিক্রিয়া এত অধিক হইল যে, মদিনায় অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়িল। তিনি মদিনা ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন এবং উল্লেখিত হাদীছে বর্ণিত আবদার আবুবকর (রাঃ)কে জানাইলেন। কিন্তু আবুবকর (রাঃ) বেলালকে ছাড়িতে রাজী হইলেন না। বেলাল (রাঃ)কে আবুবকর (রাঃ) আল্লার ওয়াস্তে ক্রয় করিয়াই মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, বেলাল মুক্তই ছিলেন, কিন্তু বেলাল (রাঃ) নিজ হইতেই আবুবকর (রাঃ)কে স্বীয় মনীবের ন্যায়ই গণ্য করিতেন। সেমতে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হায়াত পর্য্যন্ত বেলাল (রাঃ) মদিনায় অবস্থান করিতেই বাধ্য হইলেন। আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পর আর বেলালের পক্ষে মদিনায় অবস্থান সহনীয় হইল না। অবশেষে খলীফা ওমর (রাঃ) বাধ্য হইয়া বেলালকে ছাড়িতে সম্মত হইলেন। বেলাল (রাঃ) সিরিয়ায় চলিয়া গেলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)

১৮৪৯। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী (দঃ) আমাকে তাঁহার বুকের সহিত জড়াইয়া ধরিয়া এই দোয়া করিলেন—اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ—اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ। "আয় আল্লাহ! ইহাকে "হেকমত" তথা সঠিক সত্যের জ্ঞান দান কর, ইহাকে তোমার কেতাব (কোরআনের) জ্ঞান দান কর। ইমাম বোখারী (রাঃ) বলেন, "হেকমত" অর্থ সর্ব্ব বিষয়ে সঠিক নির্ভুল জ্ঞান।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)

১৮৫০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন হযরত নবী (দঃ) অতিশয় সুচরিত্র, কোমল স্বভাব, সদাচারী ছিলেন এবং তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যাঁহার চরিত্র অধিক উত্তম সেই আমার নিকট অধিক প্রিয়।

হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, কোরআন শরীফ চার জনের নিকট হইতে হাসিল করার চেষ্টা কর—(১) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ, (২) সালেম, (৩) উবাই-ইবনে কায়া'ব, (৪) মোয়াজ ইবনে জাবাল।

১৮৫১। **হাদীছ ঃ**—আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা বিশিষ্ট ছাহাবী হোজায়ফা (রাঃ)কে বলিলাম, এমন ব্যক্তির সন্ধান আমাদিগকে দান করুন যে ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্বভাব চরিত্র ও চাল-চলনের সর্ব্বাধিক নিকটতম; আমরা তাঁহার হইতে শিক্ষা লাভ করিব। হোজায়ফা (রাঃ) বলিলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় কাউকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্বভাব-চরিত্র, চাল-চলন ও আদত-অভ্যাসের নিকটতম দেখি না।

১৮৫২। **হাদীছ ঃ**—আবু মূছা আশয়া'রী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি মদিনায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াও আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)কে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিবারবর্গের লোক বলিয়া ধারণা করিতাম। তিনি এবং তাঁহার মাতা হযরতের গৃহে অত্যধিক আসা-যাওয়া করিতেন।

খাদিজাতুল্ কোব্‌রা (রাঃ)

১৮৫৩। **হাদীছ ঃ**—আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বনী-ইস্রায়ীল উম্মতের সর্ব্বোত্তম নারী ছিলেন মরয়্যাম এবং (বিশ্ব জোড়া সর্ব্বোত্তম উম্মত—) আমার উম্মতের সর্ব্বোত্তম নারী খাদীজা।

১৮৫৪। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণের মধ্য হইতে কাহারও প্রতি আমি ততদূর গায়রত (নিজকে তাহার সমকক্ষ না দেখায় আত্ম-যাতনা) অনুভব করি নাই যতদূর গায়রত খাদিজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার প্রতি অনুভব করিয়াছি। অথচ আমার বিবাহের পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়া গিয়াছিল; এমনকি আমি হযরতের সংস্পর্শ ও সহচার্য্যতায় আসিয়াছিলাম বিবি খাদিজার মৃত্যুর দীর্ঘ তিন বৎসরকাল পরে। এতদসত্বেও তাঁহার প্রতি গায়রত অনুভবের কারণ এই ছিল যে, হযরত নবী (দঃ) তাঁহার স্মরণ ও আলেচানা অত্যধিক করিয়া থাকিতেন। (হযরত (দঃ) বলিয়াছেন,) আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে একদা আদেশ করিয়াছিলেন, তিনি যেন খাদিজাকে সুসংবাদ জ্ঞাত করেন, বেহেশতের মধ্যে এমন একটি সুরম্য অট্টালিকা লাভের যাহা একটি মাত্র শূন্য-গর্ভ মতি দ্বারা তৈরী হইবে।

হযরত (দঃ) অনেক সময় এক একটি বকরি জবাই করিয়া উহা বন্টন করতঃ খাদিজার বান্ধবীগণের নিকট পাঠাইয়া দিয়া থাকিতেন।

কোন কোন সময় আমি (বিরক্তির স্বরে) হযরত (দঃ)কে বলিতাম, মনে হয়—সারা জগতে খাদিজা ভিন্ন কোন নারী ছিলই না! তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিতেন,

হে আয়েশা! আমি তাহাকে ভুলিতে পারি না (এবং পুনঃ পুনঃ খাদিজার প্রশংসা করিয়া বলিতেন,) সে এরূপ ছিল, সে এরূপ ছিল। একমাত্র তাহারই পক্ষে আমার সন্তানাদিও রহিয়াছে।

১৮৫৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) খাদিজা (রাঃ)কে সুসংবাদ জ্ঞাত করিয়াছেন বেহেশতের মধ্যে এমন একটি সুরম্য অট্টালিকা লাভের যাহা একটি মাত্র শূন্য-গর্ভ মতির তৈরী হইবে এবং ইহা অতি নীরব-নিরালা বিশেষ আরাম-আয়েশপূর্ণ শান্তি-নিকেতন হইবে।

১৮৫৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বয়ান করিয়াছেন, একদা জিব্রায়ীল (আঃ) আসিয়া বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! খাদিজা একটি পাত্রে আপনার জন্য পানাহার বস্তু নিয়া আসিতেছেন; তিনি আপনার নিকট পৌঁছিলে তাঁহাকে তাঁহার প্রভু-পরওয়ারদেগারের সালাম জানাইবেন এবং বেহেশতের মধ্যে শূন্য-গর্ভ এক মতির তৈরী একটি বিশেষ সুরম্য অট্টালিকা লাভের সুসংবাদ জানাইবেন যাহা নীরব-নিরালা শান্তি-নিকেতন হইবে।

আয়েশা (রাঃ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (সোহাগ করিয়া নাম সংক্ষেপ আকারে উচ্চারণ করতঃ) বলিলেন, হে আ'য়েশ! আমাদের নিকটে ফেরেশতা জিব্রায়ীল আসিয়াছেন, তিনি তোমাকে সালাম করিতেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তদুত্তরে বলিলাম, "আ'লাইকা অ-আ'লাইহেচ্ছালামু অ-রাহ্‌মাতুহু অ-বারাকতুহু—আপনার প্রতি এবং তাঁহার প্রতি (আমার পক্ষ হইতেও) সালাম, আল্লার রহমতের দোয়া এবং মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা। আমরা যাহা দেখিতে পাই না আপনি তাহা দেখিতেছেন। (যেমন জিব্রায়ীলকে আমরা দেখিতেছি না। আপনি দেখিতেছেন।)

১৮৫৭। হাদীছ ঃ—আবু মূছা আশয়া'রী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, পুরুষদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনেক লোকই হইয়াছে, কিন্তু নারীদের মধ্যে ঐরূপ হইয়াছে শুধু এম্‌রানের কন্যা (হযরত ঈসার মাতা) মরয়্যাম, ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়া এবং আয়েশা—যাঁহার মর্ত্তবা নারী জাতির মধ্যে সর্ব্বোচ্চে।

১৮৫৮। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছি, নারীদের মধ্যে আয়েশার মর্ত্তবা সর্ব্বোচ্চ যেরূপ (আরব দেশে) খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে "ছারীদ" নামীয় খাদ্যের মর্য্যাদা সর্ব্বাধিক।

বিবি আয়েশার প্রতি অপবাদ এবং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক উহার খণ্ডন ঃ

১৮৫৯। হাদীছ ঃ- (৫৯৩পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিয়ম ছিল—ছফরে কোন বিবিকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য তিনি লটারির ব্যবস্থা করিতেন। লটারিতে যাহার নাম আসিত তাহাকেই তিনি সঙ্গে নিতেন। সেমতে এক জেহাদের ছফরে লটারি করা হইলে আমার নাম আসিল ; আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গীনী হইলাম। এই সময় ইসলামে পর্দার বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি উটের পৃষ্ঠে পর্দা আবৃত আসনে বসিতাম ; বিশ্রামকালের অবতরণে উহার ভিতরে রাখিয়াই সেবকগণ আমাকে ঐ আসন সহ অবতরণ করাইত এবং আরোহণ করাইত। এইভাবেই আমাদের ছফর কাটিতে ছিল ; আমরা ছফর শেষে মদিনা প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি এবং মদিনার পথ কমই বাকি রহিয়াছে—এমতাবস্থায় আমরা রাত্রি যাপনে অবতরণ করিয়াছি। প্রভাতে যাত্রা আরম্ভের নির্দেষ প্রচারিত হইল ; এমন সময় আমার এস্তেঞ্জার (মল ত্যাগের) প্রয়োজনে আমি লোকজন হইতে দূরে চলিয়া গেলাম। প্রয়োজন হইতে অবসর হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে আমার গলায় হাত দিয়া দেখিলাম, গলার মালাটা কোথাও পড়িয়া গিয়াছে। তাই যথায় প্রয়োজন পুরণে গিয়াছিলাম তথায় ফিরিয়া আসিয়া মালাটা তালাশ করিতে লাগিলাম। এই তালাশে আমার নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব হইয়া গেল। এদিকে লোক-জনদের যাত্রা আরম্ভ হইয়া গেলে আমার সেবকগণ পর্দা আবৃত আমার আসনকে আমার বাহন—উটের উপর রাখিয়া বাঁধিয়াদিল। তাহাদের ধারণা, আমি ঐ পর্দার ভিতরে রহিয়াছি ; সেই যুগের মেয়েরা স্বল্প খাদ্যেই জীবন-যাপন করিত, তাহাদের দেহ মোটা হইত না। সুতরাং পর্দা আবৃত খালি আসনটির ওজন কম হওয়ার প্রতি তাহাদের লক্ষ্য গেল না ; আমিত বয়সের দিক দিয়াও ছোটই ছিলাম।

সেবকগণ আমার উটের উপর ঐ খালি আসন বাঁধিয়া উটকে চালাইয়া দিল। ময়দান হইতে সব লোকজন যাত্রা করিয়া চলিয়া গিয়াছে—ইতি মধ্যে আমার মালাটি পাইলাম। আমাদের অবতরণ ময়দানে আসিয়া দেখি, এখানে কাহারও কোন সাড়াশব্দ নাই। এতদৃষ্টে আমি আমার যে বিশ্রামস্থান ছিল ঠিক ঐ স্থানেই আসিয়া বসিলাম। ভাবিলাম, আমার উটের আসনের ভিতরে আমি নাই—ইহার অবগতি ত নিশ্চয়ই হইবে এবং আমাকে তালাশ করা হইবে ; তখন সকলে এই স্থানেই আসিবে। বসিয়া বসিয়া আমার তন্দ্রা আসিয়া গেল।

ছাফওয়ান-ইবনে-মোয়াত্তাল নামক একজন ছাহাবী ছিলেন ; (যাঁহার দায়িত্ব ছিল, অবতরণ-ক্ষেত্র হইতে সর্ব্বশেষে সব কিছুর খোঁজ করিয়া যাওয়া।) তিনি

আমার অবস্থানের নিকটবর্ত্তী আসিলেন এবং দূর হইতে তন্দ্রারত মানুষ-আকৃতি দেখিয়া লক্ষ্য করিতেই আমাকে চিনিয়া ফেলিলেন। কারণ, পর্দার বিধানের পূর্ব্বে তিনি আমাকে দেখিয়া ছিলেন। তিনি আতঙ্কিত হইয়া ইন্নালিল্লাহে.....পড়িলেন। তাঁহার সেই পড়ার শব্দে আমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ আমার ওড়না দ্বারা চেহারা ঢাকিয়া নিলাম। খোদার কসম! তিনি আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেন নাই, ইন্নালিল্লাহ.....ব্যতীত তাঁহার কোন শব্দও আমি শুনি নাই। অবিলম্বে তিনি তাঁহার বাহন উটটি আমার নিকটে বসাইয়া দিলেন; আমি উহার উপর আরোহণ করিলাম। তিনি উটটির নাসারজ্জু ধরিয়া হাটিয়া চলিলেন; দ্বিপ্রহর হইতেই আমরা মূল যাত্রিগণের সহিত মিলিতে পারিলাম; তাহারা বিশ্রামে অবতরণ করিয়া ছিল।

এই মাত্র ঘটনা—ইহাকে সম্বল করিয়াই অপবাদ সৃষ্টিকারীরা তাহাদের ধ্বংসের পথ ধরিল (—অপবাদ গড়াইয়া উহাকে ছড়াইতে লাগিল।) অপবাদের মূল সৃষ্টিকারী ছিল মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে-উবাই। এবং তাহার নিকট এই আলোচনা আসিলেই সে আলোচনাকারীর কথায় সায় দিত, তাহার কথার প্রতি মনোযোগ দিত এবং অপবাদকে সাজসজ্জায় গড়াইয়া তুলিত।

অপবাদের আলোচনায় অংশ গ্রহণে ছাহাবী হাস্‌সান (রাঃ) ও মেছতাহ (রাঃ) এবং হামনা-বিন্‌তে জাহাশ (রাঃ) সহ কতিপয় লোক ছিলেন। (পবিত্র কোরআনে আলোচনায় অংশ গ্রহণকারীদেরকে) আল্লাহ তায়ালা একটি দল বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন; এই অপবাদ গড়াইবার প্রধান নায়কছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদিনায় পৌঁছিয়া আমি অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। এক মাসকাল আমি অসুস্থ থাকিলাম; এই সময় অপবাদকারীরা আপবাদের খুব চর্চ্চা করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু উহা সম্পর্কে আমি কোনই খোঁজ রাখি না। তবে আমার অসুস্থতার মধ্যে এই বিষয়টি আমার জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইতেছিল যে, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঐরূপ মধুরতা দেখি না পূর্ব্বে কোন সময় অসুস্থ হইলে তাঁহার যেরূপ মধুরতা আমি উপভোগ করিয়া থাকিতাম। এই বারের অবস্থা এই যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘরে আসিয়া সালাম করেন এবং (আমাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া লোকজনকে) জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের ঐ রুগীণীর কি অবস্থা? এতটুকু জিজ্ঞাসার পরেই তিনি ঘর হইতে চলিয়া জান। এই ব্যাপারটিই আমার জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইতেছিল; মূল ঘটনার কোন খোঁজ আমার মোটেই ছিল না।